ইক্‌বালের বালে জিব্‌রীল

মীজানুর রহমান

LIBRARY
Book No. 847
ACADEMY, KARACHI.

ইক্‌বাল-নজরুল ইসলাম সোসাইটী

ইক্‌বালের
বালে জিব্‌রীল

ইক্‌বাল-নজরুল ইস্‌লাম সোসাইটীর ৯নং প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ—সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ ইং

প্রকাশক ঃ

ইক্‌বাল-নজরুল ইস্‌লাম
সোসাইটীর পক্ষে
চেয়ারম্যান মীজানুর রহমান

মুদ্রক ঃ

আলিম আর· খান
ইডেন প্রেস, ঢাকা

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
LIBRARY,
Acc. No. 847
LAHORE.

ভূমিকা

"বালে-জিব্‌রিল" আল্লামা ইক্‌বালের পরিণত বয়সের পরিপক্ক চিন্তাধারার সওগাত। ১৯২৮ হ'তে ১৯৩৪ সালে রচিত এবং আল্লামার ইন্তেকালের তিন বছর পূর্বে প্রকাশিত। "বালে-জিব্‌রীল" মানে "জিব্‌রীলের ডানা"। ফেরেশ্‌তা জিব্‌রীল আকাশ-বাহী ভাব-ধারার বাহক। যেমনি কাব্যটীর নাম, তেমনি এর ভাবধারা—সমুচ্চ ও সুমহান। "ইক্‌বালের বালে-জিব্‌রীল" আল্লামার উর্দু কাব্যের ৫০টী রোবায়ী ও কিত্‌য়া এবং ৫৩টী ছোট-বড় কবিতার বাংলা কাব্যানুবাদ।

১৯৩১ সালে আল্লামা গোল্‌-টেবিল বৈঠকের অন্যতম সদস্য-রূপে লন্ডন গিয়াছিলেন। অই সময়ে তিনি স্পেনে যান এবং "মস্‌জিদে কর্তোভা", "হিস্পানিয়া", "তারেকের দোয়া" প্রভৃতি মশ্‌হুর কবিতাগুলি লেখেন। বালে-জিব্‌রীলে রয়েছে আল্লামার সুবিখ্যাত কবিতা "সাকী-নামাহ্‌", "আল্লাহ্‌র হুজুরে লেনিন" "জওক ও শওক" (ফেলিস্তিনে লেখা), এবং অন্যান্য প্রাণচঞ্চল অমিয়-ধারা।

১৯২৪ সালে আল্লামার প্রথম উর্দু কবিতা সংগ্রহ "বাঙে-দিরা" প্রকাশিত হয়। তাহার আগে ও পরে প্রকাশিত হয় আল্লামার কয়েকটী ফারসী মস্‌নভী। উর্দু কাব্যমোদীরা যেন কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হন। "বালে-জিবরীলের" মারফতে আল্লামা তাঁহার পরিপক্ক চিন্তাধারার নির্যাস প্রকাশ করে উর্দু—দাঁ অঞ্চলের প্রাণে অপূর্ব অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেন। ১৯৩৫ সালে প্রথম প্রকাশের পর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত দশ সংস্করণ এবং অর্ধ-লক্ষাধিক কপি ছাপানোই "বালে-জিব্‌রীলের" জন-প্রিয়তার প্রমাণ।

"বালে-জিব্‌রীল" এই জনপ্রিয়তার সম্পূর্ণ মোস্তাহেক। উর্দু বালে-জিব্‌রীল উর্দু—দাঁ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পঠিত। উর্দু-ভাষাভাষীরা তাতে পেয়েছে প্রচুর ফায়দা ও জীবন-পথের পাথেয়। বাংলা বালে-জিবরীল পাঠে আল্লামার প্রাণোন্মাদক পয়গামের পরশ লাগুক পাঠক-গণের প্রাণে, সর্বান্তকরণে কামনা করি।

বাংলা বালে-জিব্‌রীল ও ইকবাল-নজরুল ইস্‌লাম সোসাইটীর অন্যতম অবদান।

চেয়ারম্যান, ইকবাল-
নজরুল ইস্‌লাম সোসাইটী

যা রয়েছে

	বিষয়	রোবায়ী		পৃষ্ঠা
১।	এই যে নিছক কন্‌জুশী, হায়! নয় যে গো রাজ্‌জাকী	...		৭
২।	দাও গো তাদের বাহুর মাঝে আলীর শক্তি-শান	...	...	৮
৩।	আমার নয়ন দীপ্ত দৃষ্টি মিলুক সকল জনে	...	...	৯
৪।	মোর দুনিয়ার বাদশাহ তুমি রাববুল্‌-আলামীন	...	...	১০
৫।	দেখতে জগত জাম্‌শেদের অই পানের পিয়ালায়	...	...	১১
৬।	সুধায় যদি সিন্ধু বুকে—'কোথায় আমার স্থান'?	...	...	১২
৭।	প্রেম কভু বা নগ্ন বদন, নাইকো তলোয়ার	...	...	১৩
৮।	প্রেম কভু বা আলীর সনে খায়বারী ঝন্‌জায়	...	...	১৪
৯।	দাও গো প্রভো! প্রাণের পুরে প্রেমের প্রলাপ	...	...	১৫
১০।	রবির তরে রশ্মি যদি নয়কো রাজীব ধন	...	...	১৬
১১।	চায়না পরাণ প্রজ্ঞা-বিলাস, চায়না প্রজ্ঞা প্রাণে	...	...	১৭
১২।	শির নহে, অন্তরাত্মা দাসত্ব জঞ্জালায় ...	...	...	১৮
১৩।	এই কী তব সৃষ্টি-সেরা সৃষ্টি সৃজন-কাজে!	...	...	১৯
১৪।	প্রেম-পীরিতির পাগলামী নয় এই জমানার রাজ	...	..	২০
১৫।	যেথায় খুশী আপন তরী বাহির বাঁকে বাও	...	...	২১
১৬।	সৃষ্টি বুকে স্থান কোথা মোর বাতাও দয়া করে	...	...	২২
১৭।	হয়তো কভু বিয়োগ ব্যথায় মধুর গজল-খানী!	...	...	২৩
১৮।	রোজ হাশরে তামিশাগিরী হয়তো নসীব মোর	...	...	২৪
১৯।	গোলাম থেকে অধম যদি ঈমান নাহি প্রাণে	...	...	২৫
২০।	তাইতো পশ্চিম সভ্যতাতে নাইকো ধর্মের মান	...	...	২৬
২১।	নয়কো পরাণ গোলাম তবে কালের কারসাজে	...	...	২৭
২২।	বাদশা বনার সাধ পরাণে, ভাগ্যে দাসের মান	...	...	২৮
২৩।	নাই কি সত্য দৃষ্টি শক্তি তোমার দু নয়ানে	...	...	২৯
২৪।	নাই ফকীরীর দীপ্ত দৃষ্টি, নাই আমীরীর মান	...	...	৩০
২৫।	প্রাণের সত্য শক্তি-দাতা আল্লাহু আল্‌মীন	...	...	৩১
২৬।	আমিত্বেরি আওতাতে যে সকল সৃষ্টির দান	...	...	৩২

বিষয়		পৃষ্ঠা
২৭।	প্রেমের পীযূষ, প্রেমের নেশায় শূন্য রাজীর জ্ঞান ...	৩৩
২৮।	জানেন খোদা কোন্ বিতানে দিলের আশিয়ান	৩৪
২৯।	প্রজ্ঞা শুধু পথের প্রদীপ, নয়কো যে মন্জিল	৩৫
৩০।	প্রাণ-বিতানের বিজ্লী-ঠাটা, নইকো ত হাসিল	৩৬
৩১।	তুই যে শাহীন তাঁহার যিনি লাওলাকী সোল্তান ...	৩৭
৩২।	প্রাণ-বিতানে বয় না যে বান ব্যাকুল বাসনার	৩৮
৩৩।	জীগর-জ্বালা খুনের লালী জীগর রাঙ্গাবারে	৩৯
৩৪।	আস্তে আস্তে আঁচল টানি জমাও আপন ঘাটে	৪০
৩৫।	পথের বাতি কেমন করে ওয়াকিফ্হাল্ রবে	৪১
৩৬।	এক নিমেষে মেষের রাখাল কলীম মূসার সম	৪২
৩৭।	নাইকো তবে তোমার মাঝে তুমিত্বের শান	৪৩
৩৮।	মাহ্দী তিনি শেষ জমানার আমিত্বেরি বলে	৪৪
৩৯।	আজকে শুধু তোমার যে কাল, নাইকো অন্য কাল ...	৪৫
৪০।	দুঃখ-দরদের-দহন-দাহে খুদীর নেগাহ্বানী	৪৬
৪১।	পাগল প্রেমের প্রলাপ-বাণে ছিন্ন পীরানখানি	৪৭
৪২।	জিন্দা খোদার বিতান বটে জিন্দাগণের দিল্	৪৮
৪৩।	রাঙ্গা করুক আঁধার রাতি তোমার প্রাণের নূর	৪৯

কিত্য়া

৪৪।	সূঁচের মত শানাই কভু কন্টক অঞ্চল	৫০
৪৫।	তরুণ যাহার নয় হুঁশিয়ার, নয়কো আত্ম-কামী	৫১
৪৬।	প্রগতি-হীন পাষাণ-তরুর ব্যর্থ তিলিস্মাৎ	৫২
৪৭।	আদ্না জনে আমীর-গিরী করছে এনায়াৎ	৫৩
৪৮।	চাল্বে কখন কোন্ গুটী যে শাতের অন্তর্যামী	৫৪
৪৯।	বাঁচাও দিলে, যাক্না দেরেম মাটীর সাথে মিলি	৫৫
৫০।	খানকাহ্ মাঝে পীর সাহেবান্ কিম্বা গোরের সাথে ...	৫৬

কবিতা

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	যদি না সোজা বল্‌তে পারি কী যে আমি চাহি	...	৫৭
২।	হৃদয়-শোণিত বিনে সব তান খেয়ালী স্বপন	...	৫৯
৩।	হায়! খেয়ালী ভাগ্য-বিধি কেমনতর তোর বিচার	...	৬৬
৪।	মোমেন তরে নাই সীমানা, মোমেন তরে কুল্‌জাহান	...	৬৮
৫।	হয়তো প্রাণে নাইকো শান্তি দর্শনে-বিজ্ঞানে	...	৬৯
৬।	অসির সম ধারাল দৃষ্টি দাওগো তাঁহায় দান	...	৭০
৭।	বদ্‌লা তরে তোমার বিশ্ব অই যে প্রতীক্ষায়	...	৭২
৮।	আমিত্বের অই তেজ তলোয়ার সুপ্ত কোষের গায়	...	৭৫
৯।	প্রাচ্যের কবিকে প্রেম-পীরিতী শিখাও	...	৭৬
১০।	প্রাণের অনুতে শান বিরহেই রাজে	...	৭৭
১১।	অপরের আলো তরে নাহি মোর কোন দরকার	...	৮২
১২।	কেননা দেমাগে তাঁর সূক্ষ্ম-ভাব-সুচিন্তা-রোশনাই	...	৮৩
১৩।	মান কিম্বা নাহি মান, রাজা-বাদশার ভিক্ষু-শান	...	৮৪
১৪।	বেহেশ্‌ত মাঝে নাই যে গীর্জা, মসজিদ ও মন্দির	...	৮৫
১৫।	মুক্তি--মংগল-খয়ের-খুবী মনুষ্যত্বের ভালে	...	৮৬
১৬।	জমীন আল্লাহ্‌র শুধু জমীন আল্লাহ্‌র	...	৮৭
১৭।	হে তরুণ! তুমি শ্যান, বাস তব পাহাড়ের চুড়ে	...	৮৮
১৮।	হয়তো পাবেনা তাহা শিকারের শোণিতের পানে	...	৮৯
১৯।	প্রেমের পাগলামী আর সৌন্দর্যের বিলোল বিকাশ	...	৯০
২০।	পোড়াবে পালক-পাখা প্রোজ্বল-প্রশ্বান	...	৯১
২১।	প্রোজ্বল প্রখর দৃষ্টি, বাদশাহী শান	...	৯৯
২২।	তোমার বীণার সকল তারে দানলো খোদা নিক্কণে	...	১০১
২৩।	বিশ্বের তক্‌দীর 'পরে বাসনা ও কামনা তোমার	...	১০২
২৪।	ভণ্ড শুধু ভণ্ডামী আর বেহায়াপণা করে	...	১০৪
২৫।	আল্লাহ্‌ তিনি, আল্লাহ্‌ তিনি বল্‌ছো শুধু শানে	...	১১১
২৬।	অই সে মধুর আওয়াজ যাহে কাঁপে পাষাণ প্রাণ	...	১১৩

২৭। আশী বাজীর চাইতে বড় ইন্‌ছানী আরমান ... ১১৪
২৮। দারিদ্র্যে দারাজ-দিলী, বেচোনা আত্মায় ... ১১৫
২৯। কিন্তু শেষে সঙীরে আর চিন্‌তে যে গো নারি ... ১১৬
৩০। সত্য-প্রেমিক প্রাণের ভাগ্যে আখেরে কোর্‌আনী ... ১১৭
৩১। হোক তব কীর্তি-গাঁথা আকাশের গুম্বজ-সমান ... ১১৮
৩২। রবির প্রদীপ্তি সম সমুজ্জ্বল নয়ন যাঁহার ... ১১৯
৩৩। ফল্‌ক ফসল যাহে শাশ্বত ভোজন ... ১২০
৩৪। টল্‌তে যেন নাহি পারে লাগাও এমন দাগ ... ১২১
৩৫। মোগল অশ্বের খুরে সমুত্থিত অই বালুকায় ... ১২২
৩৬। আসুক পুণঃ ইন্‌কেলাব আজ এই ধরণীর 'পর ... ১২৩
৩৭। শকুনী-শাহীন তরে আলাহিদা মন্‌জিল ও মাকান ... ১২৪
৩৮। কম-জোড়ের তরে বটে মরণ সংগীন ... ১২৫
৩৯। এই যে বটে ছাই-মাটীতে পাক ... ১২৬
৪০। সরকারী নক্‌রীর নেশা আজি তাহে হায়! টল্‌মল্‌ ... ১২৭
৪১। জাতীর তরে কোরবানী যে মীরাছ মোদের 'পরে ... ১২৮
৪২। বিরহের অই সোনালী চেতন ... ১২৯
৪৩। বেহেশ্‌ত বাগে তাইতো এবে আমার গোজরান ... ১৩০
৪৪। রইবেনা কো ধনের মায়া, নিঃস্বতায় নাই ভয় ... ১৩১
৪৫। মাটীর মায়াতে মুগ্ধ নহে যদি প্রাণ ... ১৩১
৪৬। নূরানী খানায় যদি পূরিবে প্রাংগন ... ১৩২
৪৭। জিন্দা-প্রাণী-লহু-স্বাদ নাহি তবে শকুনীর জানা ... ১৩২
৪৮। তাইতো শাহীন বানায়নাকো আপন আশিয়ান ... ১৩৩
৪৯। কাকেরা বসিয়া হায়! ঈগলাশিয়ানে ... ১৩৪
৫০। পুশিদা মরণ নহে মুসলিম নয়নে ... ১৩৪
৫১। কলীমী আসায় যদি নাহি কর বক্ষে প্রহরণ ... ১৩৫
৫২। দেখ কার ঝুলি মাঝে পড়ে ইউরোপ ... ১৩৫
৫৩। অসংযত বাক্‌-বিলাস ইব্‌লিসী বিকার ... ১৩৬

২৭। আশী বাজীর চাইতে বড় ইন্‌ছানী আরমান ... ১১৪
২৮। দারিদ্র্যে দারাজ-দিলী, বেচোনা আত্মায় ... ১১৫
২৯। কিন্তু শেষে সঙীরে আর চিন্‌তে যে গো নারি ... ১১৬
৩০। সত্য-প্রেমিক প্রাণের ভাগ্যে আখেরে কোর্‌আনী ... ১১৭
৩১। হোক তব কীর্তি-গাঁথা আকাশের গুম্বজ-সমান ... ১১৮
৩২। রবির প্রদীপ্তি সম সমুজ্জ্বল নয়ন যাঁহার ... ১১৯
৩৩। ফল্‌ক ফসল যাহে শাশ্বত ভোজন ... ১২০
৩৪। টল্‌তে যেন নাহি পারে লাগাও এমন দাগ ... ১২১
৩৫। মোগল অশ্বের খুরে সমুত্থিত অই বালুকায় ... ১২২
৩৬। আসুক পুণঃ ইন্‌কেলাব আজ এই ধরণীর 'পর ... ১২৩
৩৭। শকুনী-শাহীন তরে আলাহিদা মন্‌জিল ও মাকান ... ১২৪
৩৮। কম-জোড়ের তরে বটে মরণ সংগীন ... ১২৫
৩৯। এই যে বটে ছাই-মাটীতে পাক ... ১২৬
৪০। সরকারী নক্‌রীর নেশা আজি তাহে হায়! টল্‌মল্‌ ... ১২৭
৪১। জাতীর তরে কোরবানী যে মীরাছ মোদের 'পরে ... ১২৮
৪২। বিরহের অই সোনালী চেতন ... ১২৯
৪৩। বেহেশ্‌ত বাগে তাইতো এবে আমার গোজরান ... ১৩০
৪৪। রইবেনা কো ধনের মায়া, নিঃস্বতায় নাই ভয় ... ১৩১
৪৫। মাটীর মায়াতে মুক্ত নহে যদি প্রাণ ... ১৩১
৪৬। নূরানী খানায় যদি পূরিবে প্রাংগন ... ১৩২
৪৭। জিন্দা-প্রাণী-লহু-স্বাদ নাহি তবে শকুনীর জানা ... ১৩২
৪৮। তাইতো শাহীন বানায়নাকো আপন আশিয়ান ... ১৩৩
৪৯। কাকেরা বসিয়া হায়! ঈগলাশিয়ানে ... ১৩৪
৫০। পুশিদা মরণ নহে মুসলিম নয়নে ... ১৩৪
৫১। কলীমী আসায় যদি নাহি কর বক্ষে প্রহরণ ... ১৩৫
৫২। দেখ কার ঝুলি মাঝে পড়ে ইউরোপ ... ১৩৫
৫৩। অসংযত বাক্‌-বিলাস ইব্‌লিসী বিকার ... ১৩৬

ইক্‌বাল-নজরুল ইসলাম সোসাইটীর

অন্যান্য পুস্তক

১।	Revolution	তিন টাকা
২।	ইন্‌কেলাব (বাংলা ও উর্দু)	দুই টাকা
৩।	ইক্‌বাল-নজরুল নামাহ্‌	দুই টাকা
৪।	জুয়ে আজল (নজরুলের মৃত্যু-ক্ষুধার উর্দু তর্জমা)	চার টাকা
৫।	Nazrul Islam (Second Edition) ...	পাঁচ টাকা
৬।	ইক্‌বালিকা (কাব্যানুবাদ)	আড়াই টাকা
৭।	Life & Light (Periodical)	এক টাকা
৮।	হাল জামানার জারী	আট আনা

প্রাপ্তিস্থান—

১। **ইক্‌বাল-নজরুল ইসলাম সোসাইটি,**
৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা

২। **পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি,**
নিউ মার্কেট, ঢাকা

৩। **Book Promotion Ltd,**
৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা

রোবায়ী

[১]

নাই কি তোমার পাত্র মাঝে আজ্‌কে সুরা বাকী?
নও কি তুমি মোদের তরে সাবেক দিনের সাকী?
সাগর হতে শিশির-কণা তৃষিত প্রাণ তরে—
এই যে নিছক কন্‌জুশী, হায়! নয় যে গো রাজ্‌জাকী!

রাজ্‌জাকি ঃ রিজিক দানের ব্যবস্থা এবং দায়িত্ব। রিজিক দেন বলে আল্লাহ্‌ আমাদের রাজ্‌জাক।

[২]

তোমার দয়া, নবীর ওফা, কেন্দ্রীভূত হোক্ প্রাণে!
মহান দয়ার বঞ্চিতজন বন্ধুক প্রেমিক ফের মানে!
দিচ্ছ যাদের নিত্য রিজিক তোমার দয়ার দান,
দাও গো তাদের বাহুর মাঝে আলীর শক্তি-শান!

ওফা—আনুগত্য, ওফাদারী, বিশ্বস্ততা; মূলের 'নানে যবীন'—যবের রুটীর বদলে রিজিক (Provision) ব্যবহার করা হয়েছে।

পেশ্ কাশ

ইক্‌বালের রোবায়ী আল্লামা স্যার মোহাম্মদ ইক্‌বালের (১৮৭৩—১৯৩৮) ৪৩টী রোবায়ী ও ৭টী কিত্‌য়ার কাব্যানুবাদ। 'বালে-জিবরীল' হ'তে আহরিত সমুচ্চ ভাবের মণি-কণা।

রোবায়ী ও কিত্‌য়া আসলে এক, শুধু মিল ও লাইনের পার্থক্য। রোবায়ী মানে চতুষ্পদী। রোবায়ীতে ১ম, ২য় ও ৪র্থ লাইন চলে পা মিলিয়ে, ৩য় লাইন আজাদ,—চলে আপন তালে।

কিত্‌য়া বা কণিকা ও সাধারণতঃ চার লাইন—২য় ও ৪র্থ লাইনে মিল, অন্যেরা বাম-পন্থী, চলে আপন তালে। ছ' লাইনের হ'লে, ২য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ লাইনে থাকে মিল; বাকী সব ভিন্ন পন্থী।

রোবায়ী ও কিত্‌য়া—দুই-ই কণিকা; বিশেষ কোনও ভাবধারার বাহন। ইক্‌বাল ভাবের শাহান্-শাহ্। তাঁহার কণিকাগুলি গায়ে কাঙাল, মানে লাইনে কম হলেও মনের জোড়ে বা ভাবের শক্তিতে 'লায়ন'—শার্দুল; সমুচ্চতায় আকাশ-চারী শাহীন।

আল্লামা "বালে-জিবরীল"—জিবরীলের ডানা—লিখেছিলেন ১৯২৮-৩৪ সালের মধ্যে—তাঁহার প্রিয় পুত্র ডক্‌টর যাবিদ ইক্‌বালের মতে। সে সময়ে অবিভক্ত ভারতের বুকে চল্‌ছিল রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক তুফানের তাণ্ডব লীলা।

রোবায়ী ও কিত্‌য়াগুলি আল্লামার পাকা-পোখ্‌ত পয়গামাতের প্রতীক। অনুবাদেও আসলের ছন্দ বজায় রাখার কোশেশ করা হয়েছে; কামিয়াবীর বিচার পাঠক-পাঠিকাগণের।

ইতি—
আরজ-গোজার—
মীজানুর রহমান।

৫, পুরাণা পল্‌টন, ঢাকা
১৬ই জানুয়ারী, ১৯৬০

পেশ্ কাশ

ইক্‌বালের রোবায়ী আল্লামা সার মোহাম্মদ ইক্‌বালের (১৮৭৩—১৯৩৮) ৪৩টী রোবায়ী ও ৭টী কিত্‌য়ার কাব্যানুবাদ। 'বালে-জিবরীল' হ'তে আহরিত সমুচ্চ ভাবের মণি-কণা।

রোবায়ী ও কিত্‌য়া আসলে এক, শুধু মিল ও লাইনের পার্থক্য। রোবায়ী মানে চতুষ্পদী। রোবায়ীতে ১ম, ২য় ও ৪র্থ লাইন চলে পা মিলিয়ে, ৩য় লাইন আজাদ,—চলে আপন তালে।

কিত্‌য়া বা কণিকা ও সাধারণতঃ চার লাইন—২য় ও ৪র্থ লাইনে মিল, অন্যেরা বাম-পন্থী, চলে আপন তালে। ছ' লাইনের হ'লে, ২য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ লাইনে থাকে মিল; বাকী সব ভিন্ন পন্থী।

রোবায়ী ও কিত্‌য়া—দুই-ই কণিকা; বিশেষ কোনও ভাবধারার বাহন। ইক্‌বাল ভাবের শাহান্-শাহ্। তাঁহার কণিকাগুলি গায়ে **কাঙাল**, মানে লাইনে কম হলেও মনের জোড়ে বা ভাবের শক্তিতে 'লায়ন'—শার্দ্দুল; সমুচ্চতায় আকাশ-চারী শাহীন।

আল্লামা "বালে-জিবরীল"—জিবরীলের ডানা—লিখেছিলেন ১৯২৮-৩৪ সালের মধ্যে—তাঁহার প্রিয় পুত্র ডক্‌টর যাবিদ ইক্‌বালের মতে। সে সময়ে অবিভক্ত ভারতের বুকে চল্‌ছিল রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক তুফানের তাণ্ডব লীলা।

রোবায়ী ও কিত্‌য়াগুলি আল্লামার পাকা-পোখ্‌ত পয়গামাতের প্রতীক। অনুবাদেও আসলের ছন্দ বজায় রাখার কোশেশ করা হয়েছে; কামিয়াবীর বিচার পঠিক-পাঠিকাগণের।

ইতি—
আরজ-গোজার—
মীজানুর রহমান।

৫, পুরাণা পল্‌টন, ঢাকা
১৬ই জানুয়ারী, ১৯৬০

যা রয়েছে

রোবায়ী

	বিষয়			পৃষ্ঠা
১।	এই যে নিছক কন্‌জুশী, হায়! নয় যে গো রাজ্‌জাকী	...	...	৭
২।	দাও গো তাদের বাহুর মাঝে আলীর শক্তি-শান	...	...	৮
৩।	আমার নয়ন দীপ্ত দৃষ্টি মিলুক সকল জনে	...	...	৯
৪।	মোর দুনিয়ার বাদশাহ তুমি রাববুল্‌-আলামীন	...	...	১০
৫।	দেখতে জগত জাম্‌শেদের অই পানের পিয়ালায়	...	...	১১
৬।	সুধায় যদি সিন্ধু বুকে—'কোথায় আমার স্থান'?	...	...	১২
৭।	প্রেম কভু বা নগ্ন বদন, নাইকো তলোয়ার	...	...	১৩
৮।	প্রেম কভু বা আলীর সনে খায়বারী রুন্‌জায়	...	...	১৪
৯।	দাও গো প্রভো! প্রাণের পুরে প্রেমের প্রলাপ	...	...	১৫
১০।	রবির তরে রশ্মি যদি নয়কো রাজীব ধন	...	...	১৬
১১।	চায়না পরাণ প্রজ্ঞা-বিলাস, চায়না প্রজ্ঞা প্রাণে	...	...	১৭
১২।	শির নহে, অন্তরাত্মা দাসত্ব জ্বালায়	...	...	১৮
১৩।	এই কী তব সৃষ্টি-সেরা সৃষ্টি সৃজন-কাজে!	...	...	১৯
১৪।	প্রেম-পীরিতির পাগলামী নয় এই জমানার রাজ	...	...	২০
১৫।	যেথায় খুশী আপন তরী বাহির বাঁকে বাও	...	...	২১
১৬।	সৃষ্টি বুকে স্থান কোথা মোর বাতাও দয়া করে	...	...	২২
১৭।	হয়তো কভু বিয়োগ ব্যথায় মধুর গজল-খানী!	...	...	২৩
১৮।	রোজ হাশরে তামিশাগিরী হয়তো নসীব মোর	...	...	২৪
১৯।	গোলাম থেকে অধম যদি ঈমান নাহি প্রাণে	...	...	২৫
২০।	তাইতো পশ্চিম সভ্যতাতে নাইকো ধর্মের মান	...	...	২৬
২১।	নয়কো পরাণ গোলাম তবে কালের কারসাজে	...	...	২৭
২২।	বাদশা বনার সাধ পরাণে, ভাগ্যে দাসের মান	...	...	২৮
২৩।	নাই কি সত্য দৃষ্টি শক্তি তোমার দু নয়ানে	...	...	২৯
২৪।	নাই ফকীরীর দীপ্ত দৃষ্টি, নাই আমীরীর মান	...	...	৩০
২৫।	প্রাণের সত্য শক্তি-দাতা আল্লাহু আল্‌মীন	...	...	৩১
২৬।	আমিত্বেরি আওতাতে যে সকল সৃষ্টির দান	...	...	৩২

	বিষয়			পৃষ্ঠা
২৭।	প্রেমের পীযূষ, প্রেমের নেশায় শূন্য রাজীর জ্ঞান	...		৩৩
২৮।	জানেন খোদা কোন্ বিতানে দিলের আশিয়ান	...	...	৩৪
২৯।	প্রজ্ঞা শুধু পথের প্রদীপ, নয়কো যে মন্‌জিল	...	...	৩৫
৩০।	প্রাণ-বিতানের বিজ্‌লী-ঠাটা, নইকো ত হাসিল	...	...	৩৬
৩১।	তুই যে শাহীন তাঁহার যিনি লাওলাকী সোল্‌তান	...	...	৩৭
৩২।	প্রাণ-বিতানে বয় না যে বান ব্যাকুল বাসনার	...	...	৩৮
৩৩।	জীগর-জ্বালা খূনের লালী জীগর রাঙ্গাবারে	...	...	৩৯
৩৪।	আস্তে আস্তে আঁচল টানি জমাও আপন ঘাটে	...	...	৪০
৩৫।	পথের বাতি কেমন করে ওয়াকিফ্‌হাল্ রবে	...	...	৪১
৩৬।	এক নিমেষে মেষের রাখাল কলীম মূসার সম	...	...	৪২
৩৭।	নাইকো তবে তোমার মাঝে তুমিত্বের শান ...	...	...	৪৩
৩৮।	মাহ্‌দী তিনি শেষ জমানার আমিত্বেরি বলে	...	...	৪৪
৩৯।	আজকে শুধু তোমার যে কাল, নাইকো অন্য কাল	...	...	৪৫
৪০।	দুঃখ-দরদের-দহন-দাহে খুদীর নেগাহ্‌বানী	...	...	৪৬
৪১।	পাগল প্রেমের প্রলাপ-বাণে ছিন্ন পীরানখানি	...	...	৪৭
৪২।	জিন্দা খোদার বিতান বটে জিন্দাগণের দিল্	...	...	৪৮
৪৩।	রাঙ্গা করুক আঁধার রাতি তোমার প্রাণের নূর	...	...	৪৯

কিত্‌য়া

৪৪।	সূঁচের মত শানাই কভু কন্টক অঞ্চল ...	...	...	৫২
৪৫।	তরুণ যাহার নয় হুশিয়ার, নয়কো আত্ম-কামী	...	...	৫৩
৪৬।	প্রগতি-হীন পাষাণ-তরুর ব্যর্থ তিলিস্‌মাৎ	...	...	৫৪
৪৭।	আদ্‌না জনে আমীর-গিরী করছে এনায়েৎ	...	...	৫৫
৪৮।	চাল্‌বে কখন কোন্ গুটী যে শাতের অন্তর্যামী	...	...	৫৬
৪৯।	বাঁচাও দিলে, যাক্‌না দেরেম মাটীর সাথে মিলি	...	...	৫৭
৫০।	খানকাহ্ মাঝে পীর সাহেবান্ কিম্বা গোরের সাথে	...	...	৫৮

[৩]

দাও গো আমার 'প্রভাত-আহা' তরুণগণের মনে!
দাও গো আবার পালক-পাখা শাহীন বাচ্চাগণে!
আজকে প্রভো! তোমার কাছে এই মিনতি মোর,
আমার নয়ন দীপ্ত দৃষ্টি মিলুক সকল জনে!

প্রভাত-আহা ঃ রাত সাধনার পর প্রভাতের আহা-জারী বা সত্য সাধনার সাধারণ আকুতি। 'প্রভাত-আহা' কথাটী ইক্‌বালের নিজস্ব; বারবার তিনি তাহা নানা জায়গায় ব্যবহার করেছেন।

[৪]

বিশ্বে তোমার পালক ধারী পাখী এবং মীন,
মোর দুনিয়া প্রভাত কালের 'আহা-উহু' লীন!
বিশ্বে তোমার হায়! যে আমি মহ্‌কুম ও মযবুর,
মোর দুনিয়ার বাদশাহ তুমি রাববুল্‌-আলামীন!

মহ্‌কুম—হুকুমের অধীন, আদেশ নিষেধের অধীন। মযবুর—যাহার উপর জোর যবর চালানো হচ্ছে। রাববুল আলামীন—আলম সমূহের প্রভু।

[৫]

তোমার দয়ায় বন্‌চিত নই প্রোজ্‌জল আত্মায়,
নইকো গোলাম বীরের কিম্বা পীরের আস্তানায় !
দেখতে চাহি সকল বিশ্ব, কিন্তু খাহেশ্‌ নাহি
দেখতে জগত জাম্‌শেদের অই পানের পিয়ালায় !

মূলের 'তুগরল' এবং 'সন্‌জর' যথাক্রমে বীরত্ব ও পীরত্বের প্রতীক হিসাবে বীর ও পীর শব্দে ভাবার্থ প্রকাশ করা হয়েছে।
জামসেদ—ইরানের প্রাচীন সম্রাট, যাঁহার পানের পিয়ালায় দুনিয়ার দৃশ্য দেখা যেত বলে প্রবাদ।

[৬]

অইত তিনি আসল মাকান্ আসল 'লা মাকান্ !
'মাকান' শুধু বল্‌তে গেলে বর্ণনারি শান !
কেমন করে, কিম্বা কীবা, বুঝায় খিজির মীনে,
সুধায় যদি সিন্ধু বুকে—'কোথায় আমার স্থান' ।

মাকান—আবাস-গৃহ। লা মাকান—অসীমের অনাবাস। খিজির—হজরত খিজির, অদৃশ্য পথ প্রদর্শক, জ্ঞানের প্রতীক, প্রজ্ঞানী।

[৭]

প্রেম কভু বা বাউণ্ডেলে, নাই ঠিকানা যার,
প্রেম কভু বা প্রতিমূর্তি বাদ্‌শা নুশীরওয়াঁর!
প্রেম কভু বা রণাংগনে সমর সেনার সাজে,
প্রেম কভু বা নগ্ন বদন, নাইকো তলোয়ার!

নুশীরওঁয়া—পারশ্যের শাহান-শাহ্‌, সুবিচার ও শক্তি-সামর্থ্যের জন্য সুবিখ্যাত।

[৮]

প্রেম কভু বা পাহাড় প্রান্তে নীরব নিড়ালায়,
প্রেম কভু বা বীণার বুকে মোহন মূর্চ্ছনায়!
প্রেম কভু বা প্রাণের বাণী মেহ্‌রাবে-মিম্বরে,
প্রেম কভু বা আলীর সনে খায়বারী ঝন্‌জায়!

মেহ্‌রাব—মসজিদে ইমামের জায়গা। মিম্বর—যেখানে দাঁড়িয়ে খোৎবা পড়া হয়। আঁ হজরতের সময় মদীনা হতে কিছু দূরে খায়বারের সুরক্ষিত দুর্গ হতে ইসলাম বিরোধী ইহুদীগণ নানারূপ উৎপাত শুরু করে। হজরত আলী (রাঃ) অসীম সাহসে সে দুর্গ অবরোধ ও উৎপাটন করেন।

[৯]

দাও গো পূর্ব-পুরুষগণের অন্তর-উত্তাপ
বল্‌তো যাঁরা নির্বিকারে—'নাই গো দুঃখের তাপ' !*
প্রজ্ঞা বুদ্ধির প্যাঁচাল গ্রন্থী করুন খতম সব,
দাও গো প্রভো ! প্রাণের পুরে প্রেমের প্রলাপ !

* আল্লাহ্‌র অলী বা প্রেমিকগণের নাহি ভয় এবং তাঁহারা দুঃখের তাপে বিচলিত হয় না—'কোরান'।

শিখ্‌নু আবুল হাসান হতে প্রজ্ঞানী বচন—
তনের যবে মরণ, তবে মরেনাকো মন !
কেমন করে রবির বুকে থাক্‌বে চমক বাকী,
রবির তরে রশ্মির যদি নয়কো রাজীব ধন !

আবুল হাসান খার্কানী—বিখ্যাত দরবেশ।

[১১]

প্রজ্ঞা যে গো প্রজ্ঞানী নয় ভাল-মন্দের জ্ঞানে,
রয়না যে হায়! আত্ম-জালিম আপন সীমানে!
জানে খোদা অন্তর্য্যামী কী যে আমার হলো,
চায়না পরাণ প্রজ্ঞা-বিলাস, চায় না প্রজ্ঞা প্রাণে!

[১২]

খোদায়ী, বা প্রভুত্বেতে, জলে-স্থলে দায়!
খোদায়ীতে, খোদাওন্দা! দরদ মাথায়!
দাসত্বের কথা? প্রভো! মাঙি মাগ্‌ফেরাৎ।
শির নহে, অন্তরাত্মা দাসত্ব জ্বালায়!

[১৩]

এই কী আদম জলে-স্থলে শক্তি যাহার রাজে?
বল্‌বো কী আর দৃষ্টি কত তাহার নয়ন মাঝে!
নাই শকতি দেখ্‌তে নিজে, খোদায়, দুনিয়ায়,
এই কী তব সৃষ্টি-সেরা সৃষ্টি সৃজন-কাজে?

[১৪]

কা'বার[১] কোলে কায়দা কেবল, নাইকো প্রেমের ঝাঁজ,
গীর্জা[২] বুকে বিরাজ শুধু সওদাগরীর সাজ!
এই যে আমার ছিন্ন পীরান,[৩] খোদার তাবাররুক,[৪]
প্রেম-পীরিতির পাগলামী নয় এই জমানার রাজ![৫]

১ মক্কার কাবা শরীফ, ইয়ানে ইসলাম। ২ গীর্জা, ইয়ানে পাশ্চাত্যের ধর্ম ও সভ্যতা। ৩ ছিন্ন পীরান, ইয়ানে প্রেমিক প্রাণের প্রতীক ও দরবেশী।
৪ তবররুক—আল্লাহ্ তালার পবিত্র দান, ইয়ানে কবির খোদা-দাদ জীবন-বাদ ও তালীম-তলকীন।
৫ রহস্য।

[১৫]

সাগর তলের অন্ধকারে[১] সাম্‌লে সাম্‌লে যাও,
অদল-বদল-দোদুল-দোলে দুল্‌তে দুল্‌তে ধাও!
ভাগ্য তোমার নয় তরঙ্গ[২]! সাগর বেলার বুকে,
যেথায় খুশী আপন তরী বাহির বাঁকে বাও!

১ ইয়ানে তমসাচ্ছন্ন মানব জীবনে। ২ ইয়ানে মানব জীবন বা মানুষ।

[১৬]

বন্‌বো বাসের বন্দী, কিম্বা রইবো আজাদ ঘরে?
দেখ্‌বো জগত, কিম্বা রবো সকল জগত ভরে?
থাকুক তিনি অসীম বাসে আপন নেশায় চুর,
সৃষ্টি বুকে স্থান কোথা মোর, বাতাও দয়া করে!

[১৭]

প্রেম-পীরিতির পথ-প্রবাসে প্রচুর পেরেশানী,
আমার প্রেমের রংগীন তানে আরো যে হয়রানী!
হয়তো কভু মিলন তরে তৃষ্ণা-ব্যাকুল প্রাণ,
হয়তো কভু বিয়োগ-ব্যথায় মধুর গজল-খানী!

[১৮]

আমিত্বের এই নিরাল কুন্‌জে ব্যাকুল বিহার মোর,
সাম্‌নে যেন নাইকো খোদা, এমনি আমার ঘোর!
দেখ্‌ন্‌ না হায়! নয়ন তুলি বন্ধুবরের শান,
রোজ হাশরে তামিশ-গিরী হয়তো নসীব মোর!

[১৯]

খলীল[১] সম ঈমান জ্বলে অনল শিখার শানে,
ঈমান-দীপ্ত, আল্লাহ্-মস্তী, আত্ম-চেনার মানে!
হাল্ জমানার সভ্যতাতে বন্দী সবায় শোন
গোলাম থেকে অধম যদি ঈমান নাহি প্রাণে!

---

১ হজরত ইব্রাহীম (আঃ) খলীলুল্লাহ্ যিনি বাদ্‌শাহ নমরূদ কর্তৃক অনল-কুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েও ঈমানের জোড়ে, আল্লাহ্ তালার মেহেরবাণীতে অক্ষত শরীরে বেঁচে ছিলেন।

[২১]

হয়তো প্রতি অনুর বুকে প্রাণের বিতান রাজে,
নিরাল পাণে প্রাণ যে তাকায় এই ত বিতান মাঝে!
যুগ-জমানার জিন্দানেতে বন্দী বটে প্রাণ,
নয়কো পরাণ গোলাম তবে কালের কারসাজে!

[২২]

দেখ্‌তে যদি কেমনতর মোর বাঁশরীর তান!
হিন্দী ফ'ুয়ের মাধ্যমেতে আরবী গজল গান!
পশ্চিমের অই ভাবের পাণে দৃষ্টি আমার লীন,
বাদ্‌শা বনার সাধ পরাণে, ভাগ্যে দাসের মান।*

* মূলে—তবীয়ৎ গজনভী, কিস্‌মৎ আয়াজী। গজনভী—গজনীর বাদ্‌শাহ সোলতান মাহমুদ। আয়াজ—সোলতান মাহমুদের নওকর।

[২৩]

নয়কো তোমার ভাবের হানা সুদূর আকাশ পাণে,
নাইকো খাহেশ উড়ার তরে লাওলাকী আস্‌মানে!
শাহীন তুমি, এই কি তব শাহীন-গিরীর শান?
নাই কি সত্য দৃষ্টি শক্তি তোমার দু নয়ানে?

লাওলাক—অসীম শূন্যের সমুচ্চ বিতান; আখেরী পয়গাম্বার হজরতমোহাম্মদ (দঃ) মোস্তফার আশিয়ান। শাহীন—আঁ হজরতের শিকারী পাখী বা অনুসারী।

[২৪]

নওকো মোমেন, নাই মোমেনের শাহান্‌শাহী শান!
অই ত সূফী, নাইকো তবে প্রদীপ্ত প্রশ্বান!
দীপ্ত পরাণ, দীপ্ত দৃষ্টি, চাওগো খোদার কাছে,
নাই ফকীরীর দীপ্ত দৃষ্টি, নাই আমীরীর মান!

মোমেন—ঈমানদার; (Believer in the Existence of Allah.)
ফকীরী—খোদা-প্রেমে মাতোয়ারা দরবেশী—(Contentment)

[২৫]

রং-বিলাসী গন্ধে-বিভোর বিশ্বে দৃষ্টি লীন!
দিগ্-দিগন্তে পথ-হারানো প্রজ্ঞা যে গম্‌গীন!
ছাড়বেনাকো প্রভাত-বিলাপ বিমূঢ় বিহবল প্রাণ,
প্রাণের সত্য শক্তি-দাতা আল্লাহু আল্‌মীন।

আল্‌মীন—আলম বা জগত সমূহ।

[২৬]

আমিত্বের এই দর-দালানে মোস্তফায়ী[১] মান,
আমিত্বের এই নিরাল কুন্‌জে মহান প্রভুর শান!
জমীন-আছমান-কুরছী-আরশ—প্রভুত্ব প্রতীক!
আমিত্বেরি আওতাতে যে সকল সৃষ্টির দান!

১ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মোস্তফার।

[২৭]

প্রেমের দীপ্তি, প্রেমের নেশায় প্রেমের বাঁশীর তান!
প্রেমের শক্তি, প্রেমের নেশায় তৃপ্ত প্রেমিক প্রাণ!
প্রেমের পীযূষ, প্রেমের নেশায় আলীর[১] পাত্র পূর
প্রেমের পীযূষ, প্রেমের নেশায় শূন্য রাজীর[২] জ্ঞান!

---

১ হজরত আলী (রাঃ) শেরে খোদা, মর্দে কামেল, আঁ-হজরতের জীবন সঙ্গী ও জামাতা, হিজরতের রাতে শত্রু-পরিবেষ্টিত হয়ে বাড়ীতে আঁ-হজরতের বিছানায় শুয়ে রাত কাটিয়েছিলেন নির্ভীক চিত্তে, ইসলামের চতুর্থ খলিফা।
২ ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাজী, প্রজ্ঞানী দার্শনিক ও মুহাদ্দিস।

[৩০]

নইকো আজি উটের সওয়ার, নইকো যে মহ্‌মিল[১]।
পথের পাশে আদ্‌না প্রতীক, নইকো ত মন্‌জিল[২] !
ভাগ্য আমার পথের ধূলা-আবর্জনায় মিশে,
প্রাণ-বিতানের বিজ্‌লী-ঠাটা, নইকো ত হাসিল[৩] !

১ উটের হাওদা বা সমর-সেনানীর আসন। ২ গন্তব্য—Destination.
৩ ফসল, মাদ্দা, প্রাণ। বিজলী-ঠাটায় ফসল নষ্টই হয়, জন্মে না।

[৩১]

তোর যে দীপ্তি আস্‌মানী নূর, পবিত্র তোর প্রাণ!
আকাশ-দীপের দীপ্তি লভি তুই যে দীপ্তিমান!
আদ্‌না শিকার তোর যে তরে ফেরেশ্‌তা ও হূর,
তুই যে শাহীন্‌ তাঁহার যিনি লাওলাকী[১] সোল্‌তান!

১ হজরত মোহাম্মদ (দঃ); ২৩ নং রোবায়ী দ্রষ্টব্য।

[৩২]

প্রেমের পুরাণ পাগ্‌লামী যে নাইকো বাকী আর!
মুসল্‌মানের শিরায় যে শেষ সাবেক শোনিত-ধার।
ছত্র-বাঁকা, প্রাণ পেরেশান, সিজ্‌দা বিলাস-হীন,
প্রাণ-বিতানে বয় না যে বান ব্যাকুল বাসনার!

[৩৩]

কানন-বুকে কলির কোরক সিক্ত শিশির-ধারে,
যুঁই-চামেলী, শস্য-শ্যামল, প্রভাত-সমীর বা রে!
জম্‌ছে নাকো আসর তবু, নাই যে লালার ফাগ,
জীগর-জ্বালা খুনের লালী জীগর রাঙ্গাবারে।

[৩৪]

আপন বলে ছড়িয়ে পড় বিশাল বিশ্বের বাটে,
হাছিল কর প্রাণের পণ্য বর্ন-গন্ধীর হাটে!
বর্ণ-বিহীন সাগর বুকে রং-বিলাসের শান,
আস্তে আস্তে আঁচল টানি জমাও আপন ঘাটে!

[৩৫]

প্রজ্ঞালোকে পথিক নয়ন দীপ্ত বটে, তবে
প্রজ্ঞা শুধু পথের বাতি পথ দেখাতে সবে!
বিলাস-বীথির নিরাল-পুরে কত কী যে ঘটে,
পথের বাতি কেমন করে ওয়াকিফ্-হাল্ রবে!

[৩৬]

সাধন-পথে আরিফ-নিশাস প্রভাত সমীর সম!
আরিফ-শ্বাসে ভেদের রেশম সিক্ত মনোরম!
মিল্‌বে যদি শোয়েব সম খাছ দিশারীর দান,
এক নিমেষে মেষের রাখাল কলীম মুসার সম। *

---

* হজরত মুসা (আঃ) তুর পাহাড়ে আল্লাহ্‌তালার সহিত আলাপের সৌভাগ্য লাভে 'কলীম' (আলাপী) বা কলীমুল্লাহ বনেছিলেন। তাঁহার শ্বশুর ও মোরশেদ হজরত শোয়েব (আঃ) এর শিক্ষা-দীক্ষার কল্যাণেই মেষের রাখাল হজরত মুসা অতি অল্প সময়ের মধ্যে কলীমের দরজা হাছেল করেছিলেন।

[৩৭]

নাইকো বাকী আজকে শিরায় সাবেক লহুর বান!
নাইকো প্রাণে সাবেক দিনের আর্জু ও আরমান!
নামাজ-রোজা-কোরবানী-হজ বজায় বটে সব,
নাইকো তবে তোমার মাঝে তুমিত্বের শান!

[৩৮]

জীবন পথের গুপ্ত বাণী যায় সাধনায় খুলে,
'দেখ্‌বেনাকো আমায়' বাণীর যুগ গিয়াছে চলে!
সবার আগে আমিত্ব যাঁর বিশ্বে নমুদার,
মাহ্‌দী তিনি শেষ জমানার আমিত্বেরি বলে!

[৩৯]

চল্‌ছে সময়, চলবে তাহা, চল্‌বে চিরকাল,
কেবল তুমি সত্য, বাকী মিথ্যা মোহের জাল।
কেউ দেখেনি কালের[১] কালে, দেখ্‌বে নাকো কালে[২]
আজকে শুধু তোমার যে কাল, নাইকো অন্য কাল[৩]।

১ গতকল্য ঃ Yesterday; অতীত। ২ আগামীকল্য ঃ To-morrow; ভবিষ্যত। ৩ দিন, ক্ষণ ঃ Time;

[৪০]

শক্তি নেশায় বিনাশ বটে খুদীর মুসল্‌মানী,
নিরাল কুন্‌জে নীরব আলাপ খুদীর নিগূঢ় বাণী।
বল্‌ছি তোমায়, এবার শুন ফকীর-বাদ্‌শার ভেদ—
দুঃখ-দরদের-দহন-দাহে খুদীর নেগাহ্‌বানী।

[৪১]

কাল্‌কে ইক্‌বাল সংগীগণে শোনালো এই বাণী—
বেকার বটে কাব্য-কলাপ, প্রাণের পেরেশানী।
চাইনা আমি কলির সম মলয়-পরশ হায়!
পাগল প্রেমের প্রলাপ-বাণে ছিন্ন পীরানখানি! *

* প্রেমের উন্মাদনায় প্রেমিক নিজের পরিচ্ছদ ও ছিঁড়ে ফেলে। ছিন্ন পীরান প্রেমের পাগলামীর প্রতীক।

[৪২]

নাইকো তব মনের তরে তনের সাচ্চা মিল!
আজীব নহে তোমার আহা পেঁাছেনা মন্‌জিল!
বেজার খোদা তনের তরে নাইকো যাহে মন,
জিন্দা খোদার বিতান বটে জিন্দাগণের দিল্‌!

[৪৩]

আকাশ-পুরের অন্ধকারে নাইকো শঙ্কা মোর,
পাক্-পাকীজা প্রদীপ্ততে পরাণ আমার পুর!
আঁধার রাতের পথিক ওগো, জ্বালাও তোমার দ্বীপ
রাঙ্গা করুক আঁধার রাতি তোমার প্রাণের নূর!

৭—

কিত্‌য়া

[৪৪]

প্রভাত বায়ুর প্রকৃতি যে আমার পরাণ মাঝে.
শান্ত-মন্থর কভু গতি, কভু বা চঞ্চল !
গোলাপ লালার শিরে কভু পড়াই সোনার তাজ.
সঁূচের মত শানাই কভু কন্টক-অঞ্চল !

[৪৫]

বল্‌ছিল কাল মুরীদগণে অগ্নি-পূজার পীর :
আজ্‌কে বাণী মুক্তা চেয়ে অনেক বেশী দামী !
জহর সম পশ্চিমা মদ অই সে জাতির তরে
তরুণ যাহার নয় হুঁশিয়ার, নয়কো আত্ম-কামী !

[৪৬]

বল্‌তে পারি, নাইকো তবে বলায় বেশী মন,
বল্‌ছি তবু কারো প্রাণে লাগে যদি ঘাৎ!
আজকে নাহি আত্ম-চেনা খোদা-প্রেমিকগণ।
আকাশ-বায়ে দুলছে বটে তস্‌বীহ্‌-মুনাজাৎ!
হাল্‌ জমানার মোল্লা ভায়ার জমাট-বাঁধা মন,
প্রগতি-হীন পাষাণ-তরুর ব্যর্থ তিলিস্‌মাৎ!

[৪৭]

: সওয়াল :

বল্‌ছিল এক আত্ম-বলী নিঃস্ব খোদার তরে
ফকীর আমি, দুঃখ-দরদে নাইকো শেকায়াৎ !
কিন্তু বল ফেরেশ্‌তারা কার হুকুমের পরে
আদ্‌না জনে আমীর-গিরী করছে এনায়াৎ ?

[৪৮]

ঃ রাজনীতি ঃ

এই খেলাতে হরেক রকম পদ্-পদবী চাহি !
শাতের দয়ায় মন্ত্রী তুমি, প্যাদা না-চিজ্ আমি !
প্যাদা বটে আদনা গুটি, মন্ত্রী নাহি জানে
চাল্ বে কখন কোন গুটি যে শাতের অন্তর্যামী

শাতের—শতরন্জ খেলোয়ার, দাবারী, খোদা।

[৪৯]

ঃ খুদী ঃ

নাশ করোনা ধনের তরে আপন খুদীর মান,
দীপ্তি তরে দীপ ত কভু চায়না প্রতিদান।
বল্‌ছে জ্ঞানী ফেরদৌসী[১] দিব্য-দৃষ্টিমান,
সুরমাতে যার ইরান দৃষ্টি বনছিল রওশান ঃ—
"দেরেমে তরে দিলের সাথে করো না বদ-দিলী
বাঁচাও দিলে, যাকনা দেরেম মাটীর সাথে মিলি!"

১ শাহনামার অমর কবি ফেরদৌসী (৯৪০—১০২০)

[৫০]

ঃ খান্‌কাহ্‌ ঃ

হাল জামানায় নয় মুনাসিব ঠারে-ঠোরের ঠেস !
এমন-ধারা কথার রীতি নয়কো আমার ধাতে !
গোজ্‌রে গেছে বল্‌তো যাঁরা 'উঠ খোদার নামে' !
খান্‌কাহ্‌ মাঝে পীর সাহেবান কিম্বা গোরের সাথে ?

৯। যদি না সোজা বল্‌তে পারি কী যে আমি চাহি

(দোয়া)

এই ত আমার নমাজ প্রভো ! এই ত অজু মোর।
আমার প্রাণের রাঙা লহু আমার গানে পুর !
সুসঙেতে চিত্ত-পুরে দীপ্তি, দিদার সুর,
সলিল-স্নাত লালা যথা লালিমাতে পুর !
প্রেমের পথে কেউ কাহারো নয় যে গো দিশারী,
আমার সাথে থাক্‌বে শুধু আরমান আমারি !
মন্দ্রী কিম্বা পীরের পুরী নয়গো নিলয় মোর,
তোমার শাখে আমার বাসা, তুমি শাখা মোর !
তোমারি তরে প্রাণের পুরে রোজ-হাশরের শান,
তোমারি তরে বুকের বীণে 'আল্লাহু-হু' তান !
তোমারি তরে মোর জীবনের উত্তাপ ও উল্লাস,
তোমারি তরে আরজু-আরমান, প্রজ্ঞান-পিয়াস !
নাইকো তুমি, আমার বিতান বিরাণ বিয়াবান,
থাক্‌লে তুমি বিরাণ পুরে আস্‌লো প্রাণের শান !

LIBRARY * IQBAL ACADEMY, KARACHI. * Book No.........

দাওগো আমায় পুরাণ সুরা করতে আবার পান,
খুঁজ্‌ছি তাহা, ভেঙে অন্য পাত্র ও সামান!
যুগ্‌ জামানা অই যে বসে তোমার দয়ার তরে,
বাইরে রাখা কল্‌সী কিম্বা বোতল-গেলাস ঘরে!
তোমার কাছে আমার প্রেমের নালিশ আজি এই—
আমার তরে চার-সীমানা তোমার তরে নেই!
দর্শন এবং কাব্যিকতার মূল্য কিছু নাহি,
যদি না সোজা বল্‌তে পারি কী যে আমি চাহি!

---

* 'বাহিরে কলসী এবং ভিতরের বোতল' কথাগুলির ব্যবহারে কবি বল্‌তে চাচ্ছেন আল্লাহ্‌তালার দয়ার তরে দেশ ও জাতির সকল শ্রেণীর লোকের প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত কামনা।

২। হৃদয়-শোনিত বিনে সব তান খেয়ালী স্বপন

(কর্দোভা মস্‌জিদ) *

১

দিনের-পরেতে-রাত ঃ চিত্রকর নিত্য ঘটনার !
দিনের-পরেতে-রাত ঃ জন্ম-মৃত্যু সার সত্যিকার !
দিনের-পরেতে-রাত ঃ রেশমের দুই-রঙী তার,
বুনে যাহে যাতে-পাক্‌ সেফতের বিলাস-বাহার !
দিনের-পরেতে-রাত ঃ আলাপন আজল-বীণার,
দেখাতে সৃষ্টির বুকে কতটুকু কার অধিকার !

---

* ১৯৩১ সালে আল্লামা ইকবাল গোল-টেবল বৈঠকের জন্য বিলাত যান। ফিরবার পথে তিনি স্পেনে যান মুসলিম কীর্তি-সমূহ দেখবার উদ্দেশ্যে। ৭১১ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ স্পেন দখল করেন। হাজার বৎসর পর মুসলিম গৌরব-রবি স্পেনে অস্তমিত হয়। কর্দোভার মস্‌জিদে বসেই ইক্‌বাল পূর্ববর্তী "দোয়া" কবিতা লেখেন। আলোচ্য এবং আরো কয়েকটী কবিতা তিনি অই সময়েই লেখেন।

স্পেন বিজয়ের পর কর্দোভাতেই ছিল মুসলমানদের রাজধানী। প্রথম আবদুর রহমান কর্দোভা মস্‌জিদের নির্মাণ শুরু করেন। সাত বৎসরে তৈরী হয়। পরে আরো রদবদল করা হয় অন্যান্য বাদশাহ্‌দের সময়ে। কর্দোভা মস্‌জিদ সমগ্র দুনিয়ার মধ্যে বৃহত্তম মস্‌জিদ। ৬২০ ফুট লম্বা এবং ৪৪০ ফুট চওড়া। মীনার ১০৮ ফুট উঁচু। ১৪১৭টী স্তম্ভ। প্রতি স্তম্ভে মানুষের প্রতিবিম্ব দেখা যেত। মেম্বর ১৬০০০ হাতীর দাঁতের টুকরায় নির্মিত। মস্‌জিদে ছিল ২৮০ বেলোয়ারী ঝাড়-বাতি। বৃহত্তম ঝাড়টীতে ছিল ১৪০০ মোম বাতির ব্যবস্থা। দেওয়ালে এবং বাহিরে ছিল আরো হাজার

মাটীর মানুষ বনে প্রেমেতেই প্রদীপ্ত প্রশ্বান,
মহতের প্রেম-পাত্রে অপরেও মিলে মদ্য পান!
হেরেম-পরাণ প্রেম, মুজাহিদ-বাহিনী সালার,
পথের পথিক প্রেম, প্রেমে রাজে বিতান হাজার!

জীবন-বীণার তারে প্রেমেরি নিক্কণে রণে তান,
প্রেমেতে প্রাণের জ্যোতি, প্রেমেতেই প্রদাহিত প্রাণ!

৩

কর্দোভা মস্‌জিদ ওগো! প্রেমেতেই তোমার সৃজন,
প্রেম চির-চলমান, প্রেমে নাহি কাল-বিবর্তণ!
রূপ-রস-বাণী-ইট-পাথরের কারু ও কলাতে,
সার্থক সৃজন শুধু শিল্পী-প্রাণ-শোণিত-সম্পাতে!
শিল্পীর জীগর-লহু মর্মর-শিলায় দানে প্রাণ,
হৃদয়-শোণিতে সাধ, সাধনা ও সঙীতের শান!
প্রদীপ্তি তোমার দৃশ্যে, গানে মোর জীগর জ্বলন,
তোমাতে দেখার রূপ, আমাতে যে প্রাণ-প্রসারণ!
আরশ-মোয়াল্লা হতে নহে কম প্রাণের বিতান,
মাটীর মানুষ তরে সীমা তবে সুনীল বিমান!
নূরেতে যাঁদের সৃষ্টি, প্রণতিতে তাঁরা অনুখন,
জানেনা প্রণতি মাঝে কত জ্বালা অশ্রু-বরিষণ!
ভারতী কাফের আমি, প্রাণে তবু কতনা আরমান,
সালাত-দরুদ দিলে, রসনাতে সদা গুণ-গান!

অধরে বাসনা মোর, বাঁশরীতে বাসনার সুর,
তনে-মনে-রগে রণে আল্লাহ্‌র তান সুমধুর!

৪

যালাল-যামালে তব খোদা-প্রেমী প্রাণের প্রমাণ,
শোভন সুন্দর তিনি, তোমাতেও সুষমার শান!
দৃঢ় তব বুনিয়াদ, বক্ষে তব স্তম্ভ আগণন,
শামের খেজুর বাগে বেশোমার বিটপী যেমন!
প্রাচীর-ছাদেতে তব রাজে যেন সীনায়ী চমক,
সমুচ্চ মীনারে তব জিব্রাইলী নূরের ঝলক!
মিটিতে পারে না কভু বীর-প্রাণ মুস্‌লিমের নাম,
আযানে তাঁহার রাজে ইব্রাহিম-মুসার পয়গাম!
সীমাহীন তাঁর দেশ, সীমাহীন নীহারিকা তাঁর,
দজলা-দানুব-নীল তাঁরি প্রাণ-সায়রের ধার!
আযীম জামানা তাঁর, অপরূপ কাহিনী তাঁহার,
পুরানো কালেরে সে যে দিয়েছিল বাণী আজিকার!
আর্জুমন্দ্ তরে সাকী, শৌকীনের প্রমোদ-বিতান,
পবিত্র পেয়ালা তাঁর, হস্তে খাঁটী ইস্পাতী কৃপাণ!

সে যে বীর মুজাহিদ, 'লা-ইলার' বর্মেতে রক্ষিত!
সমরে অসির তলে 'লা-ইলার' মন্ত্রেতে দীক্ষিত!

৫

তোমাতে বিকাশ বটে মোমেনের শান সত্যকার,
দিবসে কামনা-কীর্তি, রজনীতে তাঁর অশ্রুধার!
সমুচ্চ মনজিল তাঁর, সমুন্নত ভাবের বিতান,
বিলাস-বাসনা-মান-অভিমান তাঁহার মহান!
মোমেন বান্দার হাতে গোপন সে বাহু যে আল্লার,
সফল বিজয়ী বীর, কর্ম-প্রিয়, কর্মী শানদার!
মৃন্ময়-অথচ-নূরী, দাস তবে প্রভুত্ব-পিয়াসী,
দু-জাহানে বীত-রাগ, নহে প্রাণ দানের তিয়াসী!

আধিক্যে খাহেশ নাহি, উদ্দেশ্যেতে মহিম মহান,
আচারে-ব্যাভারে প্রিয়, চিত্ত-জয়ী তাঁহার নয়ান !
আলাপে কোমল কিন্তু সন্ধানেতে সুতীব্র তিয়াস,
আহবে-আসরে সদা পাক্ দিল, পাকীজা-পিয়াস !
সত্যের কম্পাস-কেন্দ্রী মোমেনের ঈমান-একীন,
দুনিয়া তাঁহার চোখে মায়া-মোহ-বিলয়-বিলীন !

মনীষা-মনজিল সে যে, সে যে প্রেম-পীযূষের প্রাণ,
সমগ্র সৃষ্টির বুকে সে যে প্রেম-প্রদীপ্তি-প্রশ্বান !!

৬

শিল্পীর মহান কাবা ! সমুজ্জল ধরমের মণি !
তোমা তরে আন্দালুস মক্কাসম মণিময় খণি !
থাকিলে আকাশ তলে সুষমায় নযীর তোমার,
মুস্লিম অন্তরে শুধু, নাহি নাহি, নাহি কোথা আর !
খোদার সেনানী অই অশ্বারোহী আরব-বাহিনী,
'মহা-প্রাণ অধিকারী,' প্রত্যয়ের প্রতীক-কাহিনী !
যাঁদের শাসনে ব্যক্ত শাসনের নিগূঢ় নিদান ঃ
'ভোগের বিলাসে নহে, বিতৃষ্ণায় বাদশাহী শান'—
পূরব-পশ্চিমে যাঁরা দিয়াছিল দৃষ্টি দীপ্তিমান,
আঁধার ইয়রোপে যাঁরা দিয়াছিল পথের সন্ধান !
তাঁদেরি শোণিত-ধারে আন্দালুস আজো খোশ্ দিল,
অতিথি-বৎসল আর সদালাপী, সদা-মিল-ঝিল !
আজো হেথা বিরাজিত হরিণীর চঞ্চল-নয়ান,
দিঠীর বাণেতে যার বিদ্ধ বটে প্রেমিক পরাণ !

আজিও বাতাসে তার ইমেনের সুরভি নিশাস !
আজিও সঙীতে তার হেজাজের সুরের বিলাস !

৭

আকাশের চোখে যাহা আজো অই আকাশ সমান,
শতাব্দী শতাব্দী ব্যাপী আকাশেতে রণেনা আজান!
কোথা কোন্ মরু-মাঠে, অজানার কোন্ সেই বাটে,
বিজয়ী কাফেলা গেল ছেড়ে-ছুড়ে প্রেম-পণ্য হাটে!
দেখেছে জার্মানী তরে ধরমের সংস্কারী সংঘাত,[১]
পুরানো প্রতীক যাহে ভেঙে-চুড়ে হলো ভূমিস্মাৎ!
পোপের প্রবল বাণী বনে গেল বেসাতী বেকার,
ভাবের নাজুক তরী সাগরের বুকেতে এবার!
দেখিল ফরাসী তার বিপ্লবের ভীম প্রভঞ্জন,[২]
প্রবাহিয়া গেল যাহে প্রতীচির পৃথ্বী পুরাতন!
পুরানো প্রথায় পুজি জরুরা-জীর্ণ রোমের নন্দিনী,
নতুনের মোহে আজ বনিয়াছে যৌবন-রঙিনী!
অই সে দোলায় আজি দোলায়িত মুস্‌লিম পরাণ,[৩]
খোদার নিগূঢ় ভেদ কহিবারে চাহেনা জবান!

---

১ জার্মানীর অন্যতম পাদ্রী ও প্রোফেসর মার্টিন লুথার ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর খৃষ্টীয় জগতের ধর্মীয় নেতা রোমের পোপের খেলাফে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে রোমান ক্যাথলিক মতবাদ পরিত্যাগ করে প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

২ রাজতন্ত্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ফ্রান্সের জনসাধারণ বিপ্লব ঘোষণা করে এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে প্রজা-তন্ত্র ঘোষণা করে। কঠোর সংগ্রামের পর ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে প্রজা-তন্ত্র কায়েম হয় এবং ফ্রান্সের সম্রাট ষোড়শ লুই ও তাঁহার রাণী মেরী এণ্টোনেটকে প্রকাশ্য ভাবে শূলে চড়ানো হয়। ফরাশী হতে নির্মূল হয়ে যায় রাজ-তন্ত্র।

৩ ১৯৩১ সালের শেষাশেষি কবিতাটী লেখা হয়। ১৯১৯ সালের খেলাফৎ আন্দোলন প্রভৃতির কারণে ভারতবর্ষে এবং তুরস্কে, মিসরে ও মুসলিম জগতের অন্যত্রও নানা কারণে রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বাঁধে।

দেখ তবে উঠে কীবা এ সাগর হ'তে উচ্ছসিয়া,
দেখনা আকাশী আভা যায় কিনা যায় বদলিয়া!

৮

রঙীন জলদ-মালা ছাইয়াছে প্রদোষ আকাশ,
রবি-করে বিভাসিত বদখ্‌শানী লালার আভায়!
গাহিছে কৃষাণ-বালা দৃপ্ত কণ্ঠে সঙীত মধুর,
অই চলে প্রাণ-তরী যৌবনের বিলাসে বিভোর!
কুইভার প্রবাহ ওগো! তব তীরে দাঁড়িয়ে তরুণ,
দেখিছে আজিকে এক ভাবিষ্যের স্বপন নতুন!
অই নব বসুধার ভাগ্য আজো ঢাকা আবরণে,
নতুন প্রভাত ছবি প্রভাসিত আমার নয়নে!
আমার ভাবের পর্দ্দা করি যদি তবে উন্মোচন,
দহিবে প্রতীচি-প্রাণ দিশারীর দীপক দহন!
বিপ্লব-বাসনা-হীন জীবনেতে বিরাজে মরণ,
বিপ্লবেই বিভাসিত বিশ্ব-বুকে জাতীয় জীবন!
শানিত শম্‌শীর সম নিয়তির হাতে অই জাতি,
যুগে যুগে যাঁচে যারা আপনার আমল-বেসাতি!

হৃদয়-শোনিত বিনে না-তামাম সকল সৃজন!
হৃদয়-শোণিত বিনে সব তান খেয়ালী স্বপন!

৩। হায়! খেয়ালী ভাগ্য-বিধি কেমনতর তোর বিচার

(কয়েদ-খানায় মু'তামেদের ফরিয়াদ) *

আজ্‌কে বাকী বুকের মাঝে
একটী শুধু শীতল শ্বাস,
নাইকো প্রাণে সুরের নেশা,
হয়তো তাছীর হচ্ছে নাশ!
জিন্দানে আজ আজাদ বীর,
নাইকো নেজা, নাই অসি,
পড়নু ধ্বসে জীবন রণে,
ভাগ্য আমার আজ্‌ ধর্বসি!

---

* আল্‌মুতামিদ বিল্লাহ্‌ ১০৭১ খৃষ্টাব্দে স্পেনের সেভিল প্রদেশের শাসন- কার্য গ্রহণ করেন। স্পেনে তখন মুস্‌লিম সাম্রাজ্য নানাভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। মু'তামিদ খৃষ্টান আল্‌-ফান্সোর কর্তৃত্ব স্বীকার করে। ১০৭৫ খৃষ্টাব্দে মু'তামিদ রাজস্ব প্রদানের গোলমালে আল-ফান্সোর দূতকে হত্যা করে পশ্চিম আফ্‌রিকার সোলতান ইউসুফের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইউসুফ তাঁহাকে সাহায্য করেন, কিন্তু খৃষ্টান বাদ্‌শাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার করায় মুতামিদকে বন্দী করে আফ্‌রিকায় নিয়ে যান এবং কয়েদ করেন। মু'তামিদের পুত্র আবদুর রহমানও তাঁহার সাথে বন্দী হয়। আবদুর রহমান কয়েদ-খানা হতে পালিয়ে বাদশাহ্‌র বিদ্রোহীগণের সহিত যোগ দেয়। ইউসুফ গোস্বা হয়ে মু'তামিদকে শৃংখলিত করেন। মুতামিদ ছিলেন সৈনিক-কবি। আলোচ্য কবিতায় তিনি মনের দুঃখ প্রকাশ করেন। মুতামিদের আরবী কবিতার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে— Wisdom of the East Series পুস্তিকায়।

শিকল-পাণে যাচ্ছে পরাণ,
আপন হ'তে কোণ্ টানে ?
হয়তো অসি তৈরী ছিল,
এই ধাত্তে, কে জানে !
অসি যাঁহার নিত্য সাথী,
আজকে শিকল সাথী তাঁর,
হায় ! খেয়ালী ভাগ্য-বিধি
কেমনতর তোর বিচার !

৪। মোমেন তরে নাই সীমানা, মোমেন তরে কুল্ জাহান

(আবদুর রহমানের খেজুর চারা) *

ওগো আমার নয়ন-মণি, ওগো আমার প্রাণের তান!
স্বদেশ থেকে অনেক দূরে, তুই যে তূরের খেজুর শান!
পশ্চিমেতে পালন পেয়ে, তোর যে আরব হূরীর প্রাণ!
দূর প্রবাসে ব্যাকুল আমি, বিরাণ তব প্রাণ-বিতান!
বিদেশ বাঁয়ে জ্বলছে পরাণ, দাও গো সাকী! প্রভাত-পান!
আজীব বটে এই দুনিয়া, দৃষ্টি-দামান খান্ বখান!
প্রাণের দোয়া বীরের তরে, সাঁতরে সাঁয়র পাইলো মান,
প্রাণের তাপে জীবন রাঙা, মাটীর বুকে নাই পরাণ!
শাম দেশের এক ছিন্ন তারা প্রবাস-বুকে দীপ্তিমান!
মোমেন তরে নাই সীমানা, মোমেন তরে কুল্ জাহান।

---

* স্পেনের উমাইয়া বংশের প্রথম বাদ্শাহ আবদুর রহমান (আওয়াল)। আব্বাসীয়দের অভ্যুত্থানে উমাইয়া বংশের পতন এবং অনেকে নিহত হয়। খলীফা হেশাম বিন্ আবদুল মালেকের পৌত্র আবদুর রহ্মান তখন বিশ বৎসরের তরুণ যুবক; কয়েকজন অনুচর সহ দামেশ্ক হ'তে পালিয়ে মিসর ও মরক্কো হ'য়ে বহু কষ্টে স্পেনে যান এবং কর্দোভাতে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কার্দোভা মস্জিদ আবদুর রহ্মান-ই শুরু করেন। নিজের জন্য বিরাট প্রাসাদ ও বাগান তৈরী করেন। বাগানে একটী আরবী খেজুর চারাও লাগান। একদিন বাগানে বেড়াতে গিয়ে খেজুর চারা দেখে আবদুর রহ্মানের মনে কবিত্ব উৎসারিত হয় এবং তিনি একটী কবিতা লিখেন। কবিতার প্রথম স্তবকটী অই কবিতারই আজাদ অনুবাদ।

৫। হয়তো প্রাণে নাইকো শান্তি দর্শনে-বিজ্ঞানে

(হিস্পানিয়া ঃ স্পেন) *

আমীন্ তুমি হিস্পানিয়া ! মুস্‌লিম লহুর তরে,
কাবার সম পাক্ তুমি তাই আমার নয়ন পরে !
গুপ্ত তোমার মাটীর মাঝে হাজার সিজ্‌দার চিন্,
প্রভাত বায়ুর পরাণ-বীণে বাজ্‌তো আজান-বীণ !
আকাশ-বুকে তারার সম তাদের নেজার জ্যোতি,
পাহাড়-চুড়ে সমর-ভূমে তাঁদের তাঁবুর দ্যোতি !
চাই কি তোমার সুন্দরীদের তাঁদের হেনার ফাগ,
জ্বলছে আজো মোদের শিরায় রাঙা খুনের আগ্ !
মিট্‌বে কেন আবর্জ্জনায় মুসলমানের মান,
স্বীকার করি, আজ্‌কে নাহি সাবেক দিনের শান !
আস্‌নু দেখে গ্রানাদাও আপন চোখে হায় !
নাইকো শান্তি পথিক প্রাণে প্রবাসে কামরায় !
দেখ্‌নু দেখাই, শুন্‌নু শোনাই, শান্তি নাহি প্রাণে,
হয়তো প্রাণে নাইকো শান্তি দর্শনে-বিজ্ঞানে !

---

* মুস্‌লিম শাসনের শেষ জমানায় গ্রানাদাতেই ছিল মুসলমানদের রাজধানী। গ্রানাদাতেই মুসলমানগণ তৈরী করেছিলেন ঐতিহাসিক 'আল-হামরা' প্রাসাদ। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে গ্রানাদার শেষ সোলতান আবু আবদুল্লাহ্ স্পেনের সম্রাজ্ঞী ইসাবেলার হাতে আল্-হামরার চাবি দিয়ে ফেরবার পথে এক পাহাড়ের উপর থেকে আল্-হামরা প্রাসাদ দেখে কাঁদতে থাকেন। তখন তাঁর বীর হৃদয়া আম্মাজান বলেছিলেন—"ওরে কাপুরুষ! যাকে রক্ষা করতে পারলে না, তার জন্য এখন কান্না কেন?"

৬। আসির সম ধায়াল দৃষ্টি দাওগো তাঁহায় দান

(আন্দালুসের ময়দানে তারেকের মুনাজাৎ)*

আজকে রণে, শহীদ শানে, বীর মুজাহিদ প্রাণ,
তোমার তরে দয়াল প্রভো! নিসার যাঁদের জান!
জাগছে যদি তাদের প্রাণে বাদ্‌শাহী আরমান,
মালুম তোমার, এই বাসনা তোমারি দয়ার দান!
সাগর-মরুর বিশাল বুকে তাঁদের অভিযান,
তাঁদের ভয়ে সর্ষে সম টুট্‌লো পাহাড়-প্রাণ!
তোমার তরে বন্‌বে শহীদ এই শুধু আরমান,
চায়না তারা মাল-গনীমাৎ বিশাল-বিতান-শান!

বাগ্‌-বিতানে লালার কোরক অই যে প্রতীক্ষায়,
আরব বীরের জীগর-লহু মিল্‌বে কখন হায়!

---

* তারেক বিন্‌ জিয়াদ বিশ বৎসর বয়সে ৭১১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ১০/১১ হাজার সৈনা নিয়ে প্রায় এক লক্ষ স্পেন সৈন্যকে পরাজিত করে স্পেন দেশে ইস্‌লামী হুকুমাৎ কায়েম করেন। লড়ায়ের প্রারম্ভে তারেকের মুখে এই মুনাজাৎ ইক্‌বালের কল্পনা।

জিবরাল্‌টার (যাবালুৎ-তারেক ঃ তারেকের পাহাড়) তারেকেরই নামে। এখানেই তিনি মরক্কো হ'তে সেনা নিয়ে প্রথম নেমেছিলেন। তারেক বারবার জাতীয় মুসলমান এবং মুসা বিন্‌ নোসারের সেনাপতি। মুসা ছিলেন পশ্চিম আফ্‌রিকায় উমাইয়া খলীফাদের গভর্ণর। সেনাবাহিনী যাতে ফিরবার কথা ভাবতে না পারে, তজ্জন্য তারেক স্পেনের উপকূলে পৌঁছে জাহাজ-নৌকা সব পোড়াবার হুকুম দিয়াছিলেন।

ক'রলে তুমি বন্দুগণে বিশ্বে-বিরল-শান,
দান্‌লে দানেশ দীপ্ত দৃষ্টি, আজান-ব্যাকুল প্রাণ!
যুগ-জামানা জীবন যাহা করছিল সন্‌ধান,
পাইলো তাঁদের জীবন মাঝে জীগর-জ্বলন দান!
বক্ষে যাঁদের দিল-দারাজী, তাঁদের নয়ন-মানে,
নয়কো মরণ মৃত্যু-বরণ প্রেমের পীযূষ পানে!
জিন্দা কর প্রেমের ঝলক মর্দ্দে মোমেন প্রাণে,
'ছাড়বেনাকো আমায় তুমি" বল্‌তে কোরান-তানে!

চাঙা কর সাধ-কামনায় মুসলমানের প্রাণ,
অসির সম ধারাল দৃষ্টি দাওগো তাঁহায় দান!

৭। বদ্‌লা তরে তোমার বিশ্ব অই যে প্রতীক্ষায়

(লেনিন ঃ খোদার হুজুরে)*

জীব-জগতে, জড়ের মাঝে, তোমার নিদর্শণ,
জিন্দা এবং পায়েন্দা যে তোমার বিশেষণ!
কেমন্ করে বুঝ্‌বো ওগো অস্তি-নাস্তি ভেদ?
তোমায় নিয়ে প্রজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বিভেদ!
আজল-বীণার রাগ-রহস্যে ওয়াকিফ্ নহে প্রাণ,
দেখ্‌বো তারার দৃশ্য, কিম্বা গাছ-গাছাড়ার শান!
দেখনু আজি আপন চোখে, বুঝনু বিচিত্রতা,
সাবেক দিনে ভাবনু যাহায় পাদ্রী-প্রগল্ ভতা!
মানুষ মোরা, বন্দী ছিনু দিন-রাতী জিন্‌দানে,
স্রষ্টা তুমি সকল কালের, লিখ্‌লে সকল শানে!
একটী সওয়াল করতে চাহি, মিল্‌লে অনুমতি,
জওয়াব যাহার পাইনি পড়ে সকল কিতাব-পুঁথি!
আকাশ-তলের তাঁবুর মাঝে বাঁচনু যতেক দিন,
কাঁটার সম কাঁটলো পরাণ এই কথা রাত-দিন!

---

* লেনিন (১৮৭০—১৯২৪) সোভিয়েট রাশিয়ার ঐতিহাসিক নেতা—কার্ল মার্কসের মতবাদের ব্যবহারিক ব্যবস্থার প্রবর্তক। আ-শৈশব বিপ্লবপন্থী। তাঁহারি নেতৃত্বে, ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে, গণ-বিপ্লবের প্রচণ্ড প্রবাহে রাশিয়া হ'তে জার-তন্ত্রের উৎখাৎ হয়ে যায়।

লেনিনের মুখে এই কবিতাটীতে আল্লামার নানা কথা প্রণিধান-যোগ্য।

কথার তরে কায়দা-কানুন কব্‌জাতে না রহে,
প্রাণের মাঝে ভাব্‌না যবে উচ্ছসিয়া বহে!
কোন্‌ সে আদম, জান্‌তে চাহি, মাবুদ তুমি কার,
অই সে মানুষ আকাশ-তলে জিন্দেগানী যার?
প্রাচ্য-বুকে 'খোদার' শানে শ্বেত-ফিরিঙ্গী রাজে,
শ্বেত-ফিরিঙ্গীর মিল্‌ছে 'খোদা' স্বচ্ছ ধাতুর মাঝে!
ইউরোপেতে শিল্প-জ্ঞানের চটক্‌ চমক্‌দার,
অন্ধ কারায় বন্দী-সম অন্ধ জানোয়ার!
নির্মানী কৌশল কিম্বা সৌন্দর্য্যের শানে,
গীর্জ্জা-চেয়ে বহুৎ ভড়ং ব্যাঙ্কের দালানে!
দেখ্‌তে বটে ব্যবসাদারী, আসলেতে জুয়া,
একক জনের সুদের তরে লক্ষ জনের খোয়া!
শিক্ষা-শিল্প, ভাবের বিলাস, বাদশাহী শাদ্‌বাদ,
জীগর-লহু পানের পরে শিখায় সাম্য-বাদ!
শরাব-খোরী, নগ্নতা আর বেকারী-নিঃস্বতা—
কম কি বল সর্ব্ব জয়ী পশ্চিমী সভ্যতা!
আস্‌মানের অই আলোক হ'তে বঞ্চিত সে জাতি,
চরম তাঁদের কীর্ত্তি-কলা—বাষ্প-বিদ্যুৎ ভাতি!
মেশিন-রাজে মনের মরণ, মেশিন তবে হায়!
মানুষ তরে সব মুরুয়াৎ নিত্য পিষে যায়!
তক্‌দীরের অই শাতের হাতে তদ্‌বীর বুঝি মাৎ
কিন্তু আখের দেখ্‌ছি যেন আজ্‌কে তিলিছমাৎ!
পান-শালার অই ভিত্তি মাঝে লাগ্‌ছে প্রকম্পন,
তাইত আজি ভাব্‌ছে বসি পান-শালা-পরিগণ!

তক্‌দীর—ভাগ্য; শাতের—দাবারী; Expert; খোদা। তদ্‌বীর—কলা-কৌশল; কারসাজী।

সাঁঝের কোলে চাঁদ বদনে অই যে লীলার শান,
কোণ্ কারণে ?—প্রসাধন বা লাল শরাবের পান !
কাদের তুমি, ন্যায়-বিচারী, তোমারি বিশ্ব-বুকে,
নাজুক হালে তোমার বান্দা, তোমার শ্রমিক ধুকে !
ধনিক-বাদের অই যে তরী ডুব্‌বে কখন হায় !
বদ্‌লা তরে তোমার বিশ্ব অই যে প্রতীক্ষায় !

কাদের—সর্ব-শক্তিমান; প্রবল পরাক্রান্ত প্রভু।

৮। আমিত্বের অই তেজ তলোয়ার সুপ্ত কোষের গায়

(ফেরেশ্‌তাগণের গীত)*

(আজীব তব দুনিয়া প্রভো! রাব্বুল্‌-আলামীন!)
প্রজ্ঞা তাহে বল্‌গা-বিহীন প্রেমের নাহি চিন্‌!
চিত্র তোমার নয়কো তামাম শিল্পী পুরাতন!
নানান ফাঁদে, নানান চাপে তোমার বান্‌দাগণ!
অই যে বসি উৎ পাতিয়া মাতাল বে-ঈমান,
অই যে বসি মোল্লা-ফকীহ্‌, আমীর-মোরশেদান!
চল্‌ছে তবে তোমার বিশ্বে রাত্রি-দিনের পাড়ি,
সকাল বাদে সন্ধ্যা আসে, নাইকো তাহে বারি!
ভুল্‌ছে তোমায় আমীর-ওমরা, ধনের নেশায় মন,
পেটের জ্বালায় কাঁদছে বসি তোমার গরীবগণ!
নোংরা গলীর মধ্যে রাজে রদ্দী আশিয়ান,
বিরাজ তাহে আকাশ-চুমী প্রাসাদ আলীশান!
জ্ঞান-পিয়াসী, দীন্‌-দিশারী, শিল্পী-বণিকগণ,
সবায় সেথা লোভ-তিয়াসী, স্বার্থ তাদের ধন!
নাইকো সেথা অমূল প্রেমের মর্য্যাদা ও শান,
দেশের-দশের কল্যাণেতে নাইকো প্রেমের মান!
প্রেম যে জীবন রত্ন, খুদী প্রেমের রতন হায়!
আমিত্বের অই তেজ তলোয়ার সুপ্ত কোষের গায়!

* খোদার দরবারে লেনীনের আরজ-দাশতের পর ফেরেশতাগণের এই গীতি; তারপর 'ফরমানে খোদা' বা ফেরেশতাগণের প্রতি খোদার আদেশ; দ্রষ্টব্য পরবর্তী কবিতা।

৯। প্রাচ্যের কবিকে প্রেম-পীরিতী শিখাও

(ফেরেশ্‌তাগণের প্রতি খোদার ফরমান)*

এবার উঠ, বিশ্বেতে যাও—জাগাও গরীবগণে,
আমীর-ওম্‌রার দালান-দেয়াল ভেঙে-চুড়ে দাও !
দাওগো রেঙে গোলাম-লহু ঈমানে-একীনে,
বাজের সনে শীর্ণ-দীর্ণ চড়ায়ে লড়াও !
আস্‌ছে সময় রাজ-শকতি মিলবে জনগণে,
দেখ্‌বে যত পুরাণ প্রতীক, দাও মিটিয়ে দাও !
দেখ্‌লে জমীন, দেয়না যাহা খোরাক কৃষকগণে,
অই জমীনের সকল শীসে আগ্‌ জ্বালিয়ে দাও !
পর্দ্দা কেন রইবে ঝুলে সৃষ্টি-স্রষ্টার সনে,
ধর্মালয়ের সকল পাণ্ডায় দাও হাঁকিয়ে দাও !
সত্য সুপ্ত সিজদা মাঝে, পুতুল প্রদক্ষিণে,
ভজন-ঘরের সকল প্রদীপ দাও নিভিয়ে দাও !
বেজার আমি, নাখোশ্‌ আমি, মর্মরাগার সনে,
আমার তরে মাটীর হেরেম দাও বানিয়ে দাও !
স্বচ্ছ শিশার চমক শুধু হাল্‌ সভ্যতার শানে,
প্রাচ্যের কবিকে প্রেম-পীরিতি শিখাও !

---

* দ্রষ্টব্য "ফেরেশতাগণের গীত" এবং "খোদার হুজুরে লেনিন" কবিতা।

১০। প্রাণের অনুভূতে শান বিরহেই রাজে

(আর্জু ও আরমান)*

প্রাণ-দৃষ্টি-সমন্বিত এই যে জীবন
মরু-বুকে প্রভাতের ঈক্ষণ-বীক্ষণ।
রবির নয়ন হ'তে কিরণের ধারা
বিচ্ছুরিত দিকে দিকে নদীর মতন!

স্রষ্টার সুষমা-রাঙা সৃষ্টির চেতন
উন্মোচিত রহস্যের রুদ্ধ আবরণ।
দৃষ্টি-কোণে নিমেষের বিলোপ-বিলয়ে
প্রাণের বিতানে জমা হাজারো রতন।

লাল্-নীলে-বিনিময় রাতের মেখলা
ইজম[১]-পাহাড়-চুরে শত রঙী মেলা।
ধূলি-মুক্ত বায়ু, হাসে খেজুরের পাতা
কাযেমা[২] মরুর প্রান্তে রেশমের লীলা!

---

* এই কবিতার বেশীর ভাগ ফেলিস্তিনে লেখা।

১ ইজম—মদীনা শরীফের নিকটবর্তী এক পাহাড়ের নাম।

২ কাযেমা—যেখানে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। মদীনা শরীফের অন্যতম নাম।
আরবী সাহিত্যের মশ্হুর কবিতা "ক্বাসিদাতুল্ বোরদাতে" রয়েছে ঃ

"কাযেমা পাহাড় হ'তে প্রবাহিত প্রবল বাতাস,
ইজম পাহাড় চুড়ে অন্ধকারে বিজুলী বিভাস!"

হেথা নিভে বাতি, হোথা তাঁরা-তান তুলে
কে জানে কাফেলা কত চলে কাল্-কোলে!
রনিল জিব্রীল বাণী—"দুনিয়া নিদানে
সত্যিকার বিরহেতে নিত্য প্রাণ দোলে!"

কহিব কেমনে হায়! কহিব কাহায়?
কত বিষ-ব্যথা মোর প্রাণ-মদিরায়!
এই যে সৃষ্টির মেলা অতি পুরাতন,
তারি তরে তাজা তান মোর কবিতায়!

জীবনের রঙ-মঞ্চে নাহি কিরে হায়!
সোল্তান মাহ্মুদী প্রাণ বিশ্ব বসুধায়!
হেরেমের ভক্ত মোরা, আমাদের মাঝে
কত নব সোম্নাথ অই প্রতীক্ষায়!

আরবী-জিকীর বীণে নব তান-লয়,
পুরাতন সুর বুঝি অবসান হয়!
পারশ্য ফিকীর বীণে নবভাব-ধারা
কে জানে পুরাণো ভাবে এলো কিনা ক্ষয়!

হেজাজী কাফেলা মাঝে নাহিক সালার
হোসেনের মত আত্ম-ত্যাগী শান্দার!
চিরুণী-চালিত চারু কেশদাম পারা
দজ্লা-ফোরাতে আজো তরঙিত ধার!

সকল মুর্শিদ মাঝে প্রেমের খুর্শিদ
প্রজ্ঞা-প্রাণে-দৃষ্টি তরে পহেলা মুর্শিদ!
নাহি যদি প্রেম-পুরে প্রেমের পীযূষ,
শরা-শরীয়ৎ-বাণী মন্দিরী তকলীদ!

খলীলী সত্যের শানে প্রেমেরি ঝলক !
হোসেনী সবর মাঝে প্রেমেরি চমক !
আপন সত্বার তরে লড়ে মুজাহিদ
বদর-হোনেনে রাজে প্রেমেরি সবক !

সৃষ্টির মন্দিরে তুমি মাবুদ মহান,
তুমিই শাশ্বত সত্য-বাণীর পরান !
বর্ণ-গন্ধী-বিশ্বে সব হা-হুতাশ মাঝে
তোমারি সন্ধান তরে সব অভিযান !

দৃষ্টির বিভ্রান্তি আর তৃষা প্রাণহীন—
এই দুই বাহ্য দিকে শিক্ষা যে বিলীন !
বাসনা কামনা খাঁটী নাহি পান্-শালে
শূন্য হাতে শূন্য পানে সবে গম্গীন !

পুরাতন প্রেমানলে তপ্ত মোর গান,
করিনু জীবন ভর সত্যের সন্ধান !
প্রভাত-মলয়ে তৃণ কাঁটার উপরে
আমার কুৎকারে ফুটে আর্জু ও আরমান !

জীগর-লহুতে মোর গানের পরাণ,
তাইত প্রাণের রাগে রাঙা মোর তান !
বীণার বুকের তারে রাজে রগে রগে
বীণাকার-হৃদয়ের শোনিতের শান !

জীবন-ঝামেলে যেন নাহি অবসর,
আকুলী-ব্যাকুলী-ভরা আমার অন্তর !
বাড়াও বাড়াও ওগো চিরুণী-পরশ,
অন্তরের কেশদাম হউক সম্বর !

তোমারি[১] ফলক-লিপি, তোমারি কলম,
তোমারি অজুদ-ব্যাপী পয়াম[২] পরম !
অই যে শিশার সম নীলিম আকাশ
জীবন-সাঁয়রে তব বুদ্‌বুদ চরম !

সলিল-মাটীর এই বসুধা-বিতানে,
সত্যিকার দীপ্তি শুধু তোমারি প্রশ্বানে !
ক্ষুদ্রতম রশ্মি বুকে রবির বিলাস—
অসীম আলোক ধারা তোমারি কল্যাণে !

সঞ্জর[৩]-সলীম বুকে শকতির শান,
তোমারি শক্তির শুভ্র প্রতীক প্রমাণ !
জুনেদ[৫]-বাজীদ[৬] বুকে দরবেশী দীপ্তির
তোমারিত শকতির প্রদীপ্তি প্রশ্বান !

তব প্রেম নহে যদি আমার ঈমাম,
তমসায় ঢাকা মোর সিজ্‌দা-কিয়াম !
তোমারি দৃষ্টির শানে সাফল্য দোঁহার,
আমি যে মোক্তাদী তুমি আমার ঈমাম !

বুদ্ধির বিলাপে নাহি হুজুরী বিকাশ !
বুদ্ধির বিলাসে শুধু জ্ঞানের তিয়াস!
প্রেমেরি পরশে মিলে হুজুরীর শান,
প্রেমেরি টানেতে প্রাণে আকুল পিয়াস !

---

১ তোমারি, অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মোস্তফার জন্য।
২ বাণী, অর্থাৎ আঁ-হজরতের মারফতে নাজিল-করা কোরআন শরীফ।
৩ সঞ্জর—সাল্‌জুক বংশীয় জনৈক মশ্‌হুর বাদ্‌শাহ।
৪ সলীম—উস্‌মান বংশীয় বাদ্‌শাহ ঃ মিসর বিজয়ী; তাঁহারি সময়ে তুর্কীগণ মক্কা-মদীনা শরীফের রক্ষক হয়েছিলেন।
৫ জুনেদ—হজরত জোনেদ বাগ্‌দাদী ঃ মশ্‌হুর ওলীউল্লাহ্‌।
৬ বাজীদ—হজরত বায়েজীদ বিস্তামী ঃ বিখ্যাত দরবেশ।

আপন কক্ষেতে অই আকাশে তপন,
তবুও বসুধা যেন আঁধারে মগন!
দাও রেঙে, ওগো নবী! জামানার জান
আপন দীপ্তির পর্দা করি উন্মোচন!
তোমার দৃষ্টির মাঝে নহেকো বিলীন,
অতীতে আমার কীর্তি, সব রাত-দিন!
হাছিল করিনু জ্ঞান, ছিলনাকো জানা
এ খেজুর গাছে নাহি খেজুর রঙীন!
অতীতের সব ভেদ, হকীকতী শান,
আমার প্রাণের পুরে আজি অধিষ্ঠান!
বুঝেছি আসল প্রেম মোস্তফার মাঝে,
বু-লাহাব মাঝে শুধু বুদ্ধির নিদান!
বিরাজে প্রেমের পথে কভু বিকর্ষণ,
বিরাজে প্রেমের পথে কভু আকর্ষণ!
আদিতে আযীব প্রেম, আযীব আখেরে,
আজিকে পরাণ মোর প্রেমেতে মগন!
বীণা ও বাণীর বিশ্বে বিরহের মান,
মিলনের চেয়ে বটে বেশী আলীশান!
মিলনের মাঝে মৃত্যু বাসনা সাধের,
বিরহের মাঝে রাজে আর্জু ও আরমান!
মিলনে ছিলনা মোর দৃষ্টির কামনা,
অবসানে বিরহের বিলোল বেদনা!
বে-আদব চোখে মোর ছিল তবে বাকী
দিদারের আশে কিছু দৃষ্টির বাহানা!
কামনা-উত্তাপ শুধু বিরহের মাঝে!
বিরহেই হাহাকার হা-হুতাশ বাজে।
বিরহেই কামনার তরঙ্গ-কল্লোল,
প্রাণের অনুতে শান বিরহেই রাজে!

১১। অপরের আলো তরে নাহি মোর কোন দরকার

(পতঙ্গ ও জোনাকী)

পতঙ্গ

পতঙ্গের শান হ'তে বহু নীচে জোনাকীর স্থান।
জানেনা অনল-তাপ, তবু কেন এত অভিমান ?

জোনাকী

পতঙ্গ নহি যে আমি, খোদা তরে শোকর হাজার।
অপরের আলো তরে নাহি মোর কোন দরকার।

১২। কেননা দেমাগে তাঁর সূক্ষ -ভাব-সুচিন্তা-রোশনাই

(যাবিদের নামে)*

আমিত্ব সম্পদে রাজে চিরন্তন জীবন-সামান,
আমিত্বেরি প্রদীপ্ততে উম্মতের প্রদীপ প্রশ্বান!
রয়েছে মানুষ তরে সাধিবারে উদ্দেশ্য মহান,
রয়েছে মানুষ তরে অফুরন্ত আলোক ও আমান!
কাকের নাহিক শক্তি সুদূর বিমানে উড়িবার,
কাকের সোহবাতে নাশ শাহীনীত্ব শাহীন-বাচ্চার!
আজিকার জমানাতে নাহি আত্ম-সম্মানের জ্ঞান,
খোদা করে নিষ্কলুষ রহে তব তরুণ পরাণ!
হায়! কোন আস্তানাতে ইক্‌বালের হলোনাক ঠাই,
কেননা দেমাগে তাঁর সূক্ষ্ম-ভাব সুচিন্তা-রোশনাই!

---

* কবি-পুত্র যাবিদের নামে। পুত্রের নামে তরুণদের প্রতি আল্লামার উপদেশ।

১৫। মুক্তি-মঙ্গল-খয়ের-খুবী মনুষ্যত্বের ভালে

(ধর্ম ও রাজনীতি)

গীর্জা-ভিত্তি 'রাহবানীয়াৎ'—পাদ্রী-গিরীর মাঝে!
ফকীরী আর আমীরীতে মিলন কোথায় রাজে?
বাদশাহী আর দরবেশীতে বিভেদ অনেক কিছু,
বাদশাহীতে বলন্দ্ মাথা, দরবেশীতে নীচু!
রাজনীতির অই কারসাজীতে ধর্ম গেল পিছু,
পাদ্রীগিরীর মোরতবা আর রইলোনাকো কিছু!
ধর্ম এবং রাষ্ট্রে যবে আস্লো বিভেদ ঘিরি,
লোভের হাতে পড়লো গিয়ে বাদ্শা-মন্ত্রী-গিরী!
ব্যর্থ দোঁহে ধর্ম এবং দেশের অকিঞ্চন,
তাইত আজি দৃষ্টি-বিহীন সভ্যতা-নয়ন!
মরুর-দুলাল নবীর তরে এই যে বিশেষ দান—
বাদ্শাহীতে থাক্বে বজায় ধর্মীয় আরমান!

জোনায়দী[১] আর আরদেশেরী[২] চল্লে সমান তালে,
মুক্তি-মঙ্গল-খয়ের-খুবী মনুষ্যত্বের ভালে!

---

১ জোনায়দী, অর্থাৎ দরবেশী বা ধার্মিকতা। হজরত জোনায়দ বাগ্দাদী ছিলেন মশ্হুর ওলী-আল্লাহ্।

২ আরদেশীরী, অর্থাৎ বাদ্শাহী, শাহান্শাহী। আরদেশীর ছিলেন ইরাণের নামজাদা বাদ্শাহ।

১৬। জমীন আল্লাহ্‌র শুধু জমীন আল্লাহ্‌র

(জমীন আল্লাহ্‌র)

কে পালে শস্যের বীচি
মাটীরে উদরে অন্ধকারে ?
সাগর-তরঙ্গ-রাশি
কে উঠায় মেঘের আকারে ?
কে আনে পশ্চিম হতে
বায়ু-ধারা শষ্প-শস্য-প্রাণ ?
কাহার এ মাটী কহ ?
কার বল সৌর-কর-শান ?
কে ভরে শস্যের শীসে
ফল-মূল-মণি-মুক্তা-হার ?
কাহার শিক্ষাতে কহ
আসে ঋতু ঘুরি বারবার ?
ভূমির খোদারা শুন
নহে ভূমি নহেক তোমার !
নহেক বাবার তব ;
নহে ভূমি নহেক তোমার !
জমীন আল্লাহ্‌র, শুধু জমীন আল্লাহ্‌র !

১৭। হে তরুণ! তুমি শ্যান, বাস তব পাহাড়ের চুড়ে

(জনৈক তরুণের নামে)

প্রতীচির সোফা চাহ, চাহ তুমি গালিচা ইরাণী,
কাঁদে মোর প্রাণ হেরি তরুণের তনের আছানী!
কি লাভ প্রাসাদ লভি, কিম্বা অই বাদশাহী শান,
নাহি যদি আলী কিম্বা সালমানের বিতৃষ্ণ পরাণ?
করোনা তালাশ ত্যাগ আজিকার সভ্যতা বিভাসে,
মুস্‌লিম 'মেরাজ', কিম্বা সমুন্নতি, বিতৃষ্ণা-বিলাশে!

তরুণের চোখে যদি শাহীনের দৃষ্টি শক্তিমান,
দেখিবে দেখিবে বুকে রাজে তার বিলোল বিতান!
হয়োনা নিরাশ কভু; নিরাশার নিঠুর নিশাস
নাশিবে তোমার জ্ঞান-প্রজ্ঞানের প্রয়াস-পিয়াস।
খোদা-প্রেমী জিন্দা-দিল মোমেনের প্রদীপ্ত পরাণ,
আশারি আলোকে লাভ আরশের নিগূঢ় সন্ধান।
তোমার আবাস নহে রাজকীয় প্রাসাদের পুরে।
হে তরুণ! তুমি শ্যান, বাস তব পাহাড়ের চুরে।

১৮। হয়তো পাবেনা তাহা শিকারের শোণিতের পানে

(উপদেশ)

শাহীন শাবকে কহে বয়োবৃদ্ধ ঈগল একদিন—
"শক্ত তব ডানা, হও আকাশের অসীমে উড্ডীন!
জীগর-লহুতে জ্বলা আসলেতে যৌবনের নাম,
কঠোর কাঠিন্য মাঝে নিহিত যে প্রাণের আরাম!
যে-আনন্দ ওগো বাছা! হানা দিয়ে কবুতর পাণে
হয়তো পাবেনা তাহা শিকারের শোণিতের পানে!"

১৯। প্রেমের পাগলামী আর সৌন্দর্য্যের বিলোল বিকাশ

(মরুর লালা)

সমুচ্চ বিমান অই ! প্রসারিত মরু বিয়াবান !
এ বিজন বিয়াবানে প্রাণ মোর করে আন্‌চান !
পথ-ভোলা পান্থ আমি ; মরু-লালা ! তুমিও ত তাই,
কিন্তু তব কেন আসা, যাবে কোথা, জানিবারে চাই !
নাহি হায় ! গিরি-বনে আলাপিয়া প্রেমিক পরাণ,
নহিলে তুমি ও আমি বনিতাম সীনায়ী রওশান !
কেন মোর বৃন্তচ্যুতি ? কেন তব বৃন্তেতে বিকাশ ?
সৃজন-পিয়াসা এক, অন্য বটে বিজন-বিলাস !
প্রেমের ডুবুরী আমি, খোদা মোর হোক্‌ নেঘাবান,
সাগর-বিন্দুর বুকে গভীরতা সাগর সমান !
সাগর-ঘূর্ণীর চোখে তরঙের তরে অশ্রু-ধার,
ঘূর্ণিপাকে পড়ি যাহা উচ্ছলেনা সাগরের পার !
বিশ্বের চাঞ্চল্য সব মানুষেরি প্রচেষ্টার ফল,
বিলাসী আসর শুধু রবি-শশি-তারকার দল !

দাও মরু-বায়ু ! মোরে নীরবতা, বাসনা-বিলাস,
প্রেমের পাগলামী আর সৌন্দর্য্যের বিলোল বিকাশ !

২০। পোড়াবে পালক-পাখা প্রোজ্জল প্রশ্বান

(সাকী-নামা)

১

বসন্ত-সেনানীগণ অই অভিযানে
পাহাড়-আঁচল যেন বেহেশ্‌তের শানে!
গোলাব-নার্গিস-য়ূঁই-চামেলীর শান,
জন্ম-খুনী লালা-বুকে খুনের কাফান!
রঙীন চাঁদরে ঢাকা সমগ্র জাহান,
শিলারো শিয়রে যেন শোণিতের শান!
সুনীল বিমান বুকে অনিলের তান,
বিহারে বিহঙ্গগণ ত্যাজি আশিয়ান!

শিখর-শিয়র হতে স্রোতাস্বিনী ধায়,
একে-বেঁকে ঠেকে-ঠুকে পাহাড়ের গায়!
কভু বেগে, কভু ধীরে, কভু উচ্ছাসিয়া,
আপন প্রবাহ-পথে যায় প্রবাহিয়া।
রুধিলে, সরোষে চিড়ে পাহাড়ের প্রাণ,
পাষাণের বুক চিড়ি চির-চলমান!
ওগো সাকী লালামুখী! হোক্‌ প্রণিধান
শুনায় যে স্রোতাস্বিনী জীবনের গান।

ওগো সাকী! পর্দ্দা-ভেদী সুরা কর দান,
ফুলের ফসল নহে নিত্য অবদান।
অই সুরা দীপ্ত যাহে জিন্দেগী-জমীর,
অই সুরা রাঙে যাহে মস্তানী সৃষ্টির!

শোনায় যে-সুরা বাণী আজল-বীনার,
যে-সুরায় উন্মোচিত রহস্য-দুয়ার!
রহস্যের পর্দ্দা সাকী! দাও সরাইয়া!
শাবাজে-মামুলে আজি দাও লড়াইয়া!

২

জমানার ধারা আজি বিবর্তন-পথে,
নতুন রাগিনী রণে বীণার বুকেতে।
প্রতীচির গুহ্য-কথা হয়েছে বেফাঁস,
কাঁচের বাণিয়া বুকে রাজে তাই ত্রাস।
পুরাতন রাজনীতি বনেছে বেকার,
রাজা-বাদশা তরে আজ বসুধা বেজার!
ধন-তন্ত্রী লীলা-খেলা হতেছে কাবার,
মাদারী খেলার শেষে পগারের পাড়!
কেটেছে স্বপন, চীন আত্ম-সম্বরণে,
হিমালয়-প্রস্রবন আজি উৎসারণে!
সীনাই পাহাড় আর ফারাণের চুড়ে,
তাজাল্লীর তরে নব মুসারা যে ঘুরে!
তৌহীদের তরে রাঙা মুস্‌লিম পরাণ,
পৈতা-টিকি তরে তবে আজো বাকী টান!
তমদ্দুন-তাসাউফ-শরীয়তী বাৎ,
আজো হায়! অনারবী কাহিনী-কাহাৎ!
আজে-বাজে হেকায়াতে ঢাকা হাকীকাৎ,
রেওয়াতে রসাতল আজিকে উম্‌মাৎ!
খতীবের খোৎবাতে খোশ্‌ ইল্‌হান,
বাসনা-বিলাসে তবে রাঙা নহে প্রাণ!
মস্তেকের মুন্‌শীয়ানা বয়ানে প্রচুর,
লোগাতের লোয়াজিমা বক্তৃতায় পুর!

যে-সূফী বলিষ্ঠ প্রাণ সত্যের সেবায়,
প্রেমেতে অতুল, এক-নিষ্ঠ সাধনায়—
আজ তিনি পরদেশী ভাবেতে বিভোর,
পথ-ভোলা পান্থ সম পথে ঘুর ঘুর!
প্রেমের আগুন যেন নিভে গেছে হায়!
মুসল্‌মান আজি ছাই-ভস্ম-স্তূপ প্রায়!

৩

হে সাকী! পুরাণো সুরা দাও পুণর্ব্বার,
আসুক পুরাণো পাত্র ঘুরি বারবার!
দাও মোরে প্রেম-পাখা, উড়াও আবার,
জোনাকীর শান হোক মৃন্ময় আমার!
গোলামী-গর্দ্দিশ হ'তে প্রজ্ঞারে বাঁচাও,
প্রবীনে দানিতে দীক্ষা তরুণে বাতাও!
তোমারি তারুণ্যে তাজা মিল্লাতী বিতান,
তোমারি দমের দানে তনেতে পরাণ!
দাও প্রাণে শিহরণ, প্রদীপ্তি-প্রশ্বান,
দাওগো মোর্তজা দিল্, সিদ্দীকের শান!
কলীজা চিড়িয়া ফের যাক প্রেম-তীর,
সীনাতে লাগুক ফের বাসনার ভিড়!
তোমারি আস্‌মানী তারা, বল শাদ-বাদ—
পাঠাও দয়াল প্রভো! তব আশীর্ব্বাদ
তাঁদের লাগিয়া যারা তোমারি অর্চ্চনে
কাটায় ভূতলে রাত আকুল ক্রন্দনে!
দাওগো তরুণগণে প্রাণের উত্তাপ,
আমার প্রখর দৃষ্টি, প্রেমের প্রলাপ!
তরী মোর ঘূর্ণিপাকে, পাড় কর তায়,
নাহি যদি চলে, তবে চালাও তাহায়!

বাতাও আমায় জন্ম-মৃত্যুর নিদান,
সমগ্র সৃষ্টির পরে তুমি দৃষ্টিমান !
অতন্দ্র নয়নে মোর ঝুরে অশ্রু-ধার,
কতনা গোপন ব্যথা অন্তরে আমার !
নিশীথ বিলাপ মোর তোমারি নিয়াজ,
বিরল বিতানে বুকে বেতাবী বিরাজ !
আকুল আকুতি, আর আর্জু ও আরমান,
আমারি অন্তরে রাজে সত্যের সন্ধান !
প্রকৃতি-আর্শীতে মোর বিশ্বের তস্বীর
চিত্ত-বাটে মৃগী-সম সুচিন্তার ভিড় !
দিল্ মোর রণাঙন জীবনের রণে,
ভাবের সেনানী আর আকীদা যে মনে !
এই সব, ওগো সাকী ! ফকীরী সম্ভার,
ফকীরীর মাঝে তাই আমীরী আমার !
দাও মোর কাফেলায় এই সব দান !
এ সবে লুটিয়ে দাও তাহাদের প্রাণ !

৪

দমাদম চলে এই জীবন-সাঁয়র,
প্রগতির স্পৃহা প্রতি বিন্দুর ভিতর !
অসীম সাগর হ'তে তনুর বিকাশ,
অনল হইতে যথা বাষ্পের বিলাস !
খাক্-পানী-সমাহারে বিচিত্র বদন,
প্রয়াস-প্রচেষ্টা তরে পুলকিত মন !
অচল-সচল বটে জীবনের ধারা,
পঞ্চ-ভূতে নহে তবে প্রাণ আত্ম-হারা !
বহুত্ব-জিন্দানে বন্দী একক পরাণ,
প্রতি স্থান-কালে তবে আলাহিদা শান !

ষড়-দিক-সমন্বিত বিশ্বের মন্দির—
সোমনাত নমুনা যে তাহারি কীর্তির !
আজে-বাজে বিতর্কের নহে এই ভূমি—
তুমি নহ আমি, কিম্বা আমি নহি তুমি !
তোমাতে-আমাতে এই আসরের শান,
আসরের মাঝে নিজ নিড়ালা বিতান !
জীবনের দীপ্তি রাজে বিজুলী-তারায়,
চাঁদের কিরণ, সোনা-রুপা ও সীসায় !
জীবনেরি তরে মরু, বন ও বাবুল,
জীবনেরি তরে কাঁটা. বাগানের ফুল !
জীবন-শক্তিতে কভু গিরি-শির চুড়,
জীবন-ফাঁদেতে কভু জিব্রাইল-হুর !
কভু বা জীবন-বাজ আকাশে উড্ডীন,
নির্লিপ্ত শাহীন সম পারদ-রঙীন !
কভু বাজ বসুধায় চকোরের দলে,
শিকার করিয়া খায় সুতীক্ষ্ণ চঙলে !
আশিয়ান হ'তে কভু কবুতর দূর,
বাসার বিরহে হায় ! বেচারা বিধুর !

৫

স্থিতি ও স্থায়িত্ব শুধু নয়ন-বিলাস,
প্রত্যেক অনুতে রাজে প্রগতি-পিয়াস !
জীবন-বাহিনী তরে নাহিক বিরাম,
প্রতি ক্ষণে শান তার নয়নাভিরাম !
ভাব তুমি এ জীবন রহস্য-নিদান,
জীবন আসলে শুধু প্রগতি-বিতান !
দেখেছে জীবন বহু উত্থান-পতন,
বিরতি-মন্‌জিল চেয়ে কাম্য যে চলন !

প্রগতি জীবন তরে সম্পদ-সম্ভ্রম,
প্রগতি শাশ্বত সত্য, বিরতি বিভ্রম!
জীবনের স্বাদ অনু-শীলন-সন্ধানে,
প্রাণের প্রশান্তি রাজে প্রদীপ্তি-প্রশ্বানে!
শাশ্বত জীবন-পাশে আসিলে মরণ,
কঠিন মরণ তরে জীবন-হরণ!
নামিল জীবন যবে এই দুনিয়ায়,
প্রতিক্ষণ ওৎ-পাতি মৃত্যু-প্রতীক্ষায়!
জোড়ায়-জোড়ায় বটে সৃষ্টির বিকাশ,
গিরি-মরু-বনে তাই সেনার নিবাস!
তরু-শাখে ফুল-কলি নিত্য ঝরি যায়,
ফুটে ফের ফুল-রাশি অইত শাখায়!
বুদ্ধির বিভ্রমে বোকা ভাবে তা মরণ,
বিলয়-বিলাসে বটে বিচিত্র জীবন!
কালের দোদুল-দোলা দুরন্ত দুর্ব্বার,
আদি হতে অন্ত এক নিঃশ্বাসী ব্যাপার!
দিবস-রজনী বটে জামানা-জিঞ্জীর!
সময় আসলে শ্বাস-প্রশ্বাসের ভিড়!

৬

নিঃশ্বাস-তরঙ্গ এক তীক্ষ্ণ তলোয়ার,
খুদী বা আমিত্ব বটে এ অসির ধার!
খুদী বটে জীবনের রহস্য নিগূঢ়,
খুদীর বিকাশে বিশ্ব চেতনায় পূর!
অন্তর-বিলাসী খুদী, চাহেনা বাহির,
বিন্দু-বুকে-বন্দী-সিন্ধু সত্বা যে খুদীর!
আঁধারে-আলোকে খুদী সদা তাব্‌নাক্‌,
আমা-তোমা মাঝে, তবে আমা-তোমা পাক্‌!

খুদী তরে নাহি আদি-অন্তের ব্যাপার,
নাহি হদ্-সীমা, খুদী অনন্ত অপার!
সময়-সাগর-বুকে খুদীর সাঁতার,
সহে খুদী তরঙের দোলন দুর্ব্বার!
প্রবাহে প্রবাহে চাহে প্রবাহ নূতন,
নিত্য-নব দৃশ্য তরে সদা আকিঞ্চন!
খুদীর পরশে বালু প্রস্তর পাষাণ,
খুদীর প্রহারে গিরি বনে বিয়াবান!
প্রবাহে খুদীর আদি-অন্ত-বর্তমান,
প্রবাহে খুদীর শক্তি-সামর্থ্য-সম্মান!
চাঁদের চাঁদিমা খুদী, পাষাণে প্রস্রবান,
বর্ণের সাঁয়রে খুদী বিবর্ণ পরাণ!
পরোয়া খুদীর নাহি কম-বেশী তরে,
ভ্রূকুটী বা হাসি, কিম্বা আগু-পিছু পরে!
আজল হইতে বন্দী করম কারায়,
পেলো যবে খুদী রূপ আদম-আত্মায়!
অন্তরে অন্তরে রাজে খুদীর বিতান,
নয়ন-দৃষ্টিতে যথা নীলিম বীমান!

৭

খুদীর সম্মানী তরে বিষের সমান,
অই খানা নষ্ট যাহে আত্মার সম্মান!
অই সেই খানা শুধু কামনা খুদীর,
রহে যাহে উচু বিশ্বে আপনার শির!
কাম্য নহে মাহ্মুদের শান-মান-দান,
করোনা আয়াজী, রেখো খুদীর সম্মান!
অই সে প্রণতি শুধু তব কাম্য কাম,
অন্যের প্রণতি যাহে অন্যায় হারাম!

এই বিশ্ব বর্ণ-বাণী-বিলাসী বিতান,
এই বিশ্ব,—মরণের ফর্মানী নিদান!
এই বিশ্ব,—চক্ষু আর কর্ণের বিলাস,
রাজে যেথা শুধু খানা-পিনার পিয়াস!
খুদী তরে শুধু ইহা প্রথম বিতান,
নহে বিশ্ব মুসাফির! স্থায়ী আশিয়ান!
তোমাতে যে শিখা, তাহা নহে এ মাটীর,
তোমা হ'তে পৃথ্বী, তুমি নহ যে পৃথ্বীর!
চল আগে অতিক্রমি সামান্য পাহাড়,
ভেঙে-চুড়ে স্থান-কাল-পাত্রের বাহার!
খোদার কেশরী খুদী, খুদীর শিকার
বিশাল বসুধা আর বিমান-বিস্তার!

রাজে বহু বিশ্ব যাহা আজো অ-বিকাশ।
নহে শেষ সৃষ্টি তরে শিল্পীর বিলাস।
প্রতীক্ষা করিছে সবে তব প্রচেষ্টার,
তোমার ভাবের ধারা, কীর্তি-কামনার।
বিবর্তনী বিশ্ব মাঝে কামনা সবার
বনিবে প্রতীক তুমি আপন সত্তার!
বিশ্বের বিজয়ী তুমি—ভাল ও মন্দের,
কেমনে বাতাবো তোমা তত্ত্ব তুমিত্বের!
কথার কামীজ তরে কাপড় যে তঙ্!
কথার আশীতে হায়! পড়িয়াছে ঝঙ্!
অন্তরে আত্মার দীপ আজো অনির্ব্বাণ।
কথার কামনা কহে—'বাস, অবসান!'

আরো আগে চলি যদি চুল পরিমাণ,
পোড়াবে পালক-পাখা প্রোজ্জল প্রশ্বান!*

* প্রোজ্জল প্রশ্বান, অর্থাৎ আল্লাহ্ তালার আজলী তাজাল্লী বা জ্যোতি।

২১। প্রোজ্জ্বল প্রখর দৃষ্টি, বাদশাহী শান

(জমানা)

ছিল যাহা নাহি, যাবে যাহা বর্তমান,
সৃষ্টির কুঞ্জেতে এক নিগূঢ় নিদান!
আসিবে যা অচিরাৎ বিশ্ব-বসুধায়,
তারি তরে থাকে কাল ব্যগ্র প্রতীক্ষায়!

আমার ভান্ডার হ'তে বারি-বিন্দু-সম,
উথলিছে ভবিষ্যের স্বপ্ন মনোরম!
জপি আমি জপ-মালা রাত্রি ও দিনের
দেখাইতে অনাগত চিত্র ভবিষ্যের!

জানি আমি সকলের সঠিক সন্ধান,
প্রকৃতি ও পন্থা মোর নহেকো সমান।
কেহবা বাহন মোর, কেহ পিঠে চড়ে,
বাণীর চাবুক মোর কারো পিঠে পড়ে!

আমার আসরে যদি নাহি তুমি আর,
সে দোষ আমার, কিম্বা সে দোষ তোমার?
প্রাণ-ভরে করি পান নিশীথের সুরা,
রাখিনা কাহারো তরে আমার মদিরা!

কিয়াসী নজুমীগণ জানিবেনা কেহ
কতনা রহস্য-ভরা মোর প্রাণ-গেহ!
নয়নে নাহিক দৃষ্টি, কেমনে সেজন
করিবে তাহার তীরে নিশান ছেদন?

প্রতীচি-আকাশ-আভা নহেকো ঊষার,
শোনিতের শান তাহা, লহু দরিয়ার!
আগামী কালেতে কর নিবদ্ধ নয়ন,
আজি আর গতকাল কাহিনী-কথন!

আপন গোস্তাখী বলে যে করেছে ফাঁস
প্রকৃতির গুপ্ত কথা, তাহারি আবাস
হয়তো করিবে নাশ, আশঙ্কা তাহার,
বিজুলী বিভাস যাহা তারি আবিষ্কার!

তাহারি মৌসুমী বায়ু, বিমুক্ত বিমান,
তাহারি অর্ণব-পোত অই চলমান!
সাগরের বুকে যদি ঘূর্ণির সন্ত্রাস,
সে যে তার নিয়তির ন্যায্য পরিহাস!

পুরাণো বিশ্বেতে নব বিশ্বের বিকাশ,
পুরাণো বিশ্বের ভাগ্যে বিলয়-বিনাশ!
অই সেই বিশ্ব যাহে প্রতীচিরা হায়!
করিয়াছে পান্-শালে জুয়ার আড্ডায়!

দিকে দিকে উচ্ছ্বসিত প্রবল তুফান,
তবুও প্রদীপ তার আজো অনির্ব্বাণ!
খোদা-মস্ত দরবেশে খোদা-দাদী দান—
প্রোজ্জ্বল প্রখর দৃষ্টি, বাদশাহী শান!

২২। তোমার বীণার সকল তারে দান্‌লো খোদা নিক্কণে

(বেহেশ্‌ত হ'তে আদমের বিদায়ে ফেরেশ্‌তাগণ)

খুল্‌লো এবার ভাগ্য তোমার
থাক্‌বে বেতাব দিন্‌-রাতে,
নাইকো জানা সৃষ্টি তোমার
কাঁদায় কিম্বা দস্‌তাতে!
শুন্‌ছি তোমার সৃষ্টি নাকি
কাঁদা মাটীর বর্ণেতে,
তারার জ্যোতি, রবির রশ্মি,
বিরাজ তোমার বক্ষেতে!
দেখ্‌বে যদি স্বপন-ঘোরে
তোমার আত্মার শক্তি-শান,
শ্রেষ্ঠ হাজার হুশের চেয়ে
তোমার অই সে স্বপ্ন খান!
কাট্‌লো বটে সকাল তোমার
একটুখানী ঝন্‌জাটে,*
ফল্‌বে তাহে নতুন খেজুর
তোমার পুরাণ বাগ-বাটে!
জীবন-বীণার বুকের পর্দ্দা
খুল্‌বে তোমার গুঞ্জনে,
তোমার বীণার সকল তারে
দান্‌লো খোদা নিক্কণে!

* সৃষ্টির প্রভাতে আদম-হাওয়াকে ছাড়তে হয়েছিল বেহেশ্‌তী বিতান আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্যের ফলে। এই-ই ঝন্‌জাট।

২৩। বিশ্বের তক্‌দীর 'পরে বাসনা ও কামনা তোমার

(আদমের তরে বিশ্ব-আত্মার মোবারকবাদ)

১

খোল আঁখি, ওগো মাটী, হে আকাশ, ওগো নীহারিকা!
অই হের পূর্ব্বাকাশে, রবি-দীপ্ত প্রোজ্জল দীপিকা!
অনাবৃত আলো-শিখা, ঢাক আগে, দেখ তারপর,
বিতান-বিরহে বুকে, কালে কালে, কী ব্যথা ভাস্বর!
বনোনা বিহ্বল,
ধৈর্য ধরে দেখো আশা-আকাঙ্খার ভূমিকা প্রোজ্জল!

২

তোমারিত লাগি এই বৃষ্টি-ধারা, জলদ-সম্ভার,
নীলিম নিলয় আর প্রশান্তির বিশাল বিস্তার!
অই গিরি-বিয়াবান, মহা-সিন্ধু, মৌসুমী অনিল,
অতীতে ফেরেশ্‌তা তরে প্রেম-প্রীতি-প্রমোদ-মন্‌জিল!
কালের আশীতে
দেখ নিজ প্রচেষ্টায় কীবা ঘটে বিরাণ বিশ্বেতে!

৩

চলিবে কালের ধারা তব দীপ্ত আঁখি—ইশারায়,
দেখিবে আকাশ-তারা, দূর হতে সতত তোমায়!
অতল ভাবের সিন্ধু, নাহি সীমা, নাহিক কিনার,
বেদন-বিলাপ তব বিমানের বুকেতে বিথার!
সত্বা আপনার
করহ বিকাশ, ফের দেখ ফল আপন 'আহা'-র!

৪

তোমার রশ্মিতে রাজে বিশ্ব-রবি-রশ্মির বিলাস!
কৌশল-কোশেশে তব নবতর বিশ্বের বিকাশ!
অই দেখ তব বীথি, প্রদানিত, নহেকো যাঁচায়,
বেহেশ্‌তী বিতান তব, তব প্রাণ-শোনিত ধারায়!
ওগো বাগ বান!
দেখ তব প্রচেষ্টাতে বনে বাগ কত ফলবান!

৫

তোমার বীণার তারে সাধা বটে আজলী ঝঙ্কার!
আজল হইতে তুমি প্রেম তরে পাকা পাইকার!
আজল হইতে তুমি সৃষ্টির মন্দিরে সেরা পীর!
আজল হইতে তুমি শ্রম-প্রিয় শোনিতাক্ত বীর!
অই যে সওয়ার
বিশ্বের তক্‌দীর 'পরে বাসনা ও কামনা তোমার!

২৪। ভন্ড শুধু ভন্ডামী আর বেহায়াপণা করে

(পীর ও মুরীদ)*

১

মুরীদঃ ঝুরছে আঁখির উৎস হ'তে আজ্‌কে লহুর বান,
হাল জমানার শিক্ষা-দীক্ষায় দীন্‌ যে লুপ্ত মান!

পীরঃ তালীম যাঁদ তনের তরে, ভাগ্যে আশী-বিষ!
তালীম যদি মনের তরে ভাগ্যেতে আশিস!

---

* পীর—সুবিখ্যাত কবি, দার্শনিক ও দরবেশ মওলানা জালালুদ্দীন রুমী (৬০৪—৬৭২) হিজরী। তাঁহার ফার্সী "মস্‌নভী" বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম কাব্য-সমূহের অন্যতম ঃ ছয় ভাগে বিভক্ত; মোট কবিতা সংখ্যা ২৬৬৬; ৬৬০ হ'তে ৬৭০ হিজরী মধ্যে লিখিত। তাঁহার আসল নাম মোহাম্মদ; জন্ম আফগানীস্তানের বল্‌খ শহরে। তাঁহার বয়স যখন চার বৎসর, তাঁহার ওয়ালেদ মোহাম্মদ বাহাউদ্দীন বলখ ত্যাগ করেন এবং নিশাপুর, বাগ্‌দাদ প্রভৃতি স্থানে থাকার পর ৬২৩ হিজরীতে তুরস্কের কুনিয়াতে পৌঁছেন। এই কুনিয়াতেই মওলানা জালালুদ্দীন রুমীর ইন্‌তেকাল ও সমাধি।

মুরীদ—আল্লামা ইক্‌বাল (১৮৭৩—১৯৩৮)। এই কবিতাটীতে আল্লামা ২৪টি সওয়াল ও জওয়াবের মারফতে আলোচ্য বিষয়ে অনবদ্য আলোকপাত করে গেছেন।

২

মুরীদঃ দিল-দরদী ঈমাম তুমি প্রেমিক প্রাণের তরে,
তোমার প্রাণের বলন্দ বাণী আজকে মনে পড়ে!
"শুক্‌নো মগজ, শুক্‌নো তার, শুক্‌নো বীণার সুরে
কেমন করে দূর বঁধুয়ার মধুর বাণী ঝুরে!"
আজ্‌কে বাঁশীর বেকার বাণী, নাইকো সুরের লেশ,
নাইকো সোহাগ, নাইকো একীন, নাই দিদারীর রেশ।
নাইকো জানা বাঁশীর তরে প্রেমের আসল ভেদ,
নাইকো জানা বঁধুর খবর, বঁধুর মনের খেদ!
আজকে ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রদীপ্ত-প্রশ্বান,
কিন্তু আহা! মাটীর পাণে তার যে আসল টান!

পীরঃ প্রেমের আলাপ সবার তরে নয়কো মোহন তান,
নাইকো সকল পাখীর প্রাণে আন্‌ষীরী আরমান!

৩

মুরীদঃ করনু হাছেল প্রাচ্য এবং প্রতীচি প্রজ্ঞান,
দুঃখ-দরদ ও কাঁটার খোঁচায় বেতাব তবু প্রাণ!

পীরঃ সারবেনাকো, বাড়বে বীমার অজ্ঞানী-এলাজে,
শান্ত শিশু সোহাগ যে পায় মায়ের বুকের মাঝে!

৪

মুরীদঃ দীপ্ত তোমার দৃষ্টিতে মোর চিত্তের প্রসার,
বাতাও মোরে জেহাদ তরে আদেশ সত্যিকার!

পীরঃ খোদার তরে হা-হুতাশে দাও মিটিয়ে জান,
বিশ্ব-বুকে বিরাজ কাঁচে মার পাথর খান!

আসল জেহাদ খোদাকে পাবার জন্য হা-হুতাশী প্রচেষ্টা এবং খোদার খেলাফী কাঁচের পাণে খোদাই সত্যের পাথর প্রক্ষেপ।
কাঁচ—খোদার কুফুরী। পাথর—খোদার তওহীদ বা প্রেম।

৫

মুরীদঃ প্রতীচির অই শান সুষমায় দৃষ্ট মোদের লীন,
তাদের হুরী হুরের চেয়ে রোশ্‌নীতে রঙীন!
পীরঃ দেখতে দস্তা দীপ্ত এবং দিব্যি চটক্‌দার,
দস্তাতে যে ময়লা দস্ত, ময়লা পোষাক-পাড়!
তাদের হুরী—প্রতীচির সুন্দরীগণ।
হুর—বেহেশ্‌তের হুর বা অপ্সরী।

৬

মুরীদঃ আজ্‌কে সকল শিক্ষালয়ে তপ্ত শোণিত-ধারা,
পশ্চিমের অই পান্‌জাতে হায়! আদ্‌না শিকার-পারা!
পীরঃ উড়বে যদি পাখীর ছানা নাইকো পাখা যার,
পড়বে নীচে, বিড়াল ভাগ্যে শিকার মজাদার!

৭

মুরীদঃ ধর্ম-দেশে আর কত কাল চলবে হানাহানি?
মুক্তা-সম মনের চেয়ে তন্‌ কি বেশী মানী?
পীরঃ আঁধার মাঝে মুদ্রা মেকী চম্‌কে সোনার প্রায়,
সাচ্চা সোনা দিনের তরে ব্যাগ্র প্রতীক্ষায়!

৮

মুরীদঃ বাতাও মোরে মনুষ্যত্বের শক্তি ও সম্মান,
আদ্‌না মাটীর ঢেলায় আসুক চাঁদ্‌-শুরুজের শান!
পীরঃ বাহ্যভাবে মানুষ মাঝে নাই মশকের মান,*
বাতিন মাঝে বিতান তাঁহার সপ্তম আস্‌মান!

* বাদশাহ নমরুদের নাকের ভিতর দিয়া মগজে প্রবেশ করে এক আদ্‌না মশা যালিম ও জবরদস্ত বাদশাহ্‌কে পেরেশান করেছিল। ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা।

৯

মুরীদঃ তোমার নূরে মাটীর নয়ন বন্‌ছিল রওশান,
প্রজ্ঞা কিম্বা দৃষ্টি মোদের মক্‌সাদ মহান?
পীরঃ মানুষ তরে দৃষ্টি আসল, বাকী বাতিল বাজে,
সত্য দৃষ্টি বিরাজ তবে খোদার দিদার মাঝে!

১০

মুরীদঃ তোমার প্রেমের পীযূষ পিয়ে প্রাচ্য পেলব-প্রাণ,
বাতাও মোরে কোন্‌ বীমারে বিনাশ জাতির জান?
পীরঃ সাবেক দিনের সকল জাতি ডুব্‌লো বিনাশ তলে
শিল্‌-নুড়িকে সুবাস-মাখা কাষ্ঠ ভাবলো বলে!

১১

মুরীদঃ নাইকো সাবেক শান্‌ সুরভি মুসল্‌মানের প্রাণে,
ঠাণ্ডা কেন আজ্‌কে লহু তাদের জীগর-জানে?
পীরঃ সত্য-সেবক সাচ্চা দিলের দুঃখ-দরদের তরে,
খোদার গজব জিল্লতী যে নাজিল জাতির পরে!

১২

মুরীদঃ নাই যদিও বিশ্ব-হাটে সওদাগরীর শান,
বাতাও তবু কোন্‌ বেসাতে বজায় লাভের দান?
পীরঃ বুদ্ধি-সোনা বিক্রী করে, কিন প্রেমের দুঃখ,
বুদ্ধি শুধু ভাবের বিলাস, প্রেম যে পরম সুখ! *

১৩

মুরীদঃ আমার সকল সঙ্গীরা আজ বাদ্‌শাহ্‌ী দরবারে,
ফকীর আমি, পাগ্‌ড়ী-বিহীন, নাইকো গোদ্‌রী ঘরে!
পীরঃ দীপ্ত-দিঠী মর্দ্দে-খোদার সঙ অনেক ভালো,
বাদ্‌শা-রবির দরবারেতে নাই যে দিলের আলো!

---

* ভাবের বাজার অস্থায়ী; এখানের বেচা-কেনায় কী আর সুখ? আসল সওদাগরী আখেরাতে। তবুও এই অস্থায়ী বাজারে প্রেমের বেসাতীই আসল লাভের।

১৪

মুরীদঃ বদর-মাঠে প্রেমের রণে বিশেষ শরীক্‌দার!
বুঝ্‌তে নারি মষ্‌বুরী ও তক্‌দীরী কারবার!
পীরঃ বাজের পাখা বাজ্‌কে টানে রাজা-বাদ্‌শার বাসে,
কাকের পাখা কাক্‌কে টানে গোরস্তানের পাশে!

১৫

মুরীদঃ তর্কে-দুনিয়া দরবেশী বা বাদ্‌শাহী সম্মান—
শেষ নবীজীর দীনের তরে কোন্‌টী আসল শান?
পীরঃ জঙ-জেহাদের ঝক্‌মারীতে মোদের দীনের মান,
পাহাড়-মরুর গার-গুহাতে ঈসাই দীনের দান!

১৬

মুরীদঃ কেমন করে মিলবে বল এই দুনিয়ার মান?
কেমন করে প্রাণ-বিতানে আস্‌বে চেতন-বান?
পীরঃ অশ্ব চলে শানে, তবে চালক-চাবুক মানে,
মোর্দ্দা মানুষ বেকার বোঝা অন্যের গর্দ্দানে।

১৭

মুরীদঃ দীনের সকল ভেদ-রহস্য নয়কো যে সাফ দিলে,
রোজ-হাশরের ঈমান-একীন কেমন করে মিলে?
পীরঃ বন্‌তে হবে হাশর নিজে, বুঝতে হাশর-ভেদ,
এইত আসল শর্ত, ভেদের করবে যদি ছেদ!

মষ্‌বুরী—জোর-জবরদস্তি। তক্‌দীরি—ভাগ্য, প্রাক্তন।
বাজ—বড় লোকের পিয়ারা শিকারী পাখী বা অসীম আকাশে উড্ডীয়মান নির্লিপ্ত শাহীন।

১৮

মুরীদঃ আকাশ পরে উড়তে পারে খুদী আপন বলে,
করতে পারে শিকার সূর্য্য-চন্দ্র-তারার দলে!
কিন্তু খোদার দিদার বিনে, ব্যাকুল, দীপ্তিহীন,
খুদী নিজের শিকার-হাতে শিকার যে সঙীন!

পীরঃ সত্য শিকার কেবল খোদা, অন্য শিকার বাজে,
বেকার তবে ফক্করী-ফাঁদ খোদার শিকার কাজে!

১৯

মুরীদঃ সৃষ্টি-কুঞ্জের সব রহস্যে দীপ্ত তোমার চোখ,
কেমন করে জাতির জীবন পোখ্‌তা ও মজ্‌বুত?

পীরঃ বন্‌বে যদি নাজুক দানা, খাইবে পাখী চুণে!
বন্‌বে যদি ফুলের কলি, নুচ্‌বে বাচ্চাগণে!
শাম্‌লে রাখো দানা, বনো নিজে জালের ফাঁস,
শব্‌জী বনো মাচান 'পরে বন্‌তে জালের ত্রাস!
বনবে যদি খাবার দানা, যাইবে পাখীর পেটে,
বন্‌বে যদি ফুলের কলি, ফেল্‌বে শিশু কেটে!
শাম্‌লে রেখে আপন দানা, ধরবে পাখী ফাঁদে
শামলে রেখে ফুলের কলি, বন্‌বে শব্‌জী ছাদে!

২০

মুরীদঃ জীবন-পথে প্রাণ-তালাশে এইত তোমার বাণী—
"প্রাণ-তালাশে রইবে তৈরী প্রাণের সন্ধানী!"
আমার প্রাণের ধন যে রাজে আমার বুকের মাঝে,
আমার মণি আমার বুকের আয়নাতে অই রাজে!

পীরঃ বল্‌ছ তুমি তোমার পরাণ তোমার বুকের মাঝে,
প্রাণ যে জ্যোতি আরশ-পুরের, ধরায় নাহি রাজে!
ভুল বুঝেছ আমার বাণী, বুঝ্‌তে তোমার দিল,
তালাশ কর আহ্‌লে-দিলে পৌঁছিতে মন্‌জিল!

২১

মুরীদঃ উড়ছে আমার ভাবের ধারা অই যে আকাশ 'পরে,
ধরার বুকে ঘৃণ্য জীবন দুঃখ-দরদে ভরে!
অই যে আমি সবার পিছে দুনিয়াদারীর কাজে,
খাচ্ছি ঠোকর হেথায়-সেথায় চল্‌তে পথের মাঝে!
আমার জমির আবাদ কেন মোর হাতে না রাজে?
দীনের আলেম বেকুফ কেন এই দুনিয়ার কাজে?

পীরঃ সত্যি যদি উড়তে জান উচ্চ আকাশ 'পরে,
মাটীর বুকে চল্‌তে কেন মুশ্‌কিল তোমার তরে?

২২

মুরীদঃ কেমন করে মিল্‌বে ভাগ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধন?
কেমন করে প্রেম-বাসনায় রাঙবে আঁধার মন?

পীরঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল সম্পদ হালাল রুজীর দান!
প্রেম-পীরিতির সকল সম্মান হালাল রুজীর শান!

২৩

মুরীদঃ হাল্‌ জমানায় সবার সাথে চাই যে মেলা-মেশা,
নিড়াল ছাড়া নয় যে সম্ভব শের-শায়েরীর পেশা!

পীরঃ নিড়াল চাহি অপর হতে, নয়কো আপন হ'তে,
পশ্‌মী জামা পড়বে শীতে, নয়কো বসন্তেতে!

২৪

মুরীদঃ আজ ভারতে নাই যে প্রাণের দীপ্তি-উন্মাদনা,
আহ্‌লে-দিলের ভাগ্যে শুধু দুঃখ-দরদের হানা!

পীরঃ সত্য-কর্মী সব সময়ে রোশ্‌নী সবার তরে!
ভন্ড শুধু ভন্ডামী আর বেহায়া-পণা করে!

২৫। আল্লাহ্ তিনি, আল্লাহ্ তিনি বল্‌ছো শুধু শানে

(জিব্‌রীল ও ইব্‌লীস)*

জিব্‌রীলঃ ও গো পুরাতন সাথী! বল্‌বে কেমন চলে,
বর্ণ-গন্ধী অই দুনিয়া এই যে আকাশ-তলে?

ইব্‌লীসঃ উদ্দীপনা-উন্মাদনা-দুঃখ-দরদে-ভরা
আর্জু-আর্মান, সাধ-বাসনায় চল্‌ছে মনোহরা!

জিব্‌রীলঃ আরশ-পুরে তোমার কথা নিত্য আলোচনা,
আপোষ-রফার নাই কি গো আর কোন সম্ভাবনা?

ইব্‌লীসঃ আসল ভেদে নওকো জিবরীল! তুমি ওয়াকিফ্-হাল,
তাইতো আহা! চাল্‌লে তুমি আপোষ-রফার চাল!
ভাঙলো যবে মোর পিয়ালা এই ত আরশ-পুরে,
ছাড়নু বিতান পাগল-পারা, চলনু বহুৎ দূরে।
নয়কো সম্ভব, নয়কো সম্ভব থাক্‌বো হেথায় আর
শান্ত-নিড়াল নীরব বিতান নাইকো বুকে যার,

---

* ইব্‌লীস—আজাজীল, শয়তান; এক কালে ফেরেশতাগণের সরদার। আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করায়, আল্লাহ তালার আদেশ অমান্যের অপরাধে বনে যায় মরদুদ শয়তান; ছাড়তে হয় আরশ—পুরের সমুচ্চ সম্মান। বনে মানুষের চিরন্তন দুশ্‌মন; মন্দের প্রতীক।

এই কবিতাটীতে শয়তানের মুখে শয়তানের বাহাদুরী ও বিপ্লবের ফলাফলের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিশ্বের বাশেন্দা মানুষের মনে সাধনা-কামনা,বিলাস-বদমাশী ও কর্ম-চাঞ্চল্যের কৃতিত্ব শয়তানেরই উস্কানী ও অহমিকা।

বেহেশ্‌তে কর্ম-কোলাহল নেই—কেবল শান্তি, নিস্তব্ধতা। ফেরেশ্‌তা-গণ কেবল আল্লাহ্ তালার আরাধনায় মশ্‌গুল। দুনিয়ার বুকে শয়তানই পান্ডা, ইহাও শয়তানের দাবী।

দালান-কোটা, ঘর-দরজা, কর্ম-কোলাহল,
আমার তরে যোগ্য নিবাস নয়কো আরশ-তল!
বিদ্রোহে যার সৃষ্টি-বুকে অসীম উদ্দীপনা,
নিরাশা বা আশা বলো তাহার সান্ত্বনা?*

জিব্‌রীলঃ অস্বীকারে ছাড়লে তুমি আপন মহান শান,
রইলোনা আর খোদার কাছে ফেরেশ্‌তাদের মা

ইব্‌লীসঃ বিদ্রোহে মোর বিশ্ব-বুকে মাটীর মানুষ মাঝে
নিত্য-নতুন সাধ-কামনা ফেৎনা-ফসাদ রাজে!
ফেৎনাতে মোর বুনট পোষাক বুদ্ধি-বিলাস তরে
প্রজ্ঞাবানের কারসাজীও আমারি কথার পরে।
সাগর-তীরে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছ নয়ন ভরে,
কেমন করে ভালর সনে মন্দ সেথায় লড়ে!
সৃষ্টি-সিন্ধুর বিশাল বুকে অই যে তুফান রাজে,
তোমার কিম্বা আমার মুখে বিষাণ তাহার বাজে?
হাত-পা তুলে অই যে বসে খিজির-ইলিয়াস*
সাগর-বুকে, খাল-নদীতে ঘোর তুফানের ত্রাস!
মিল্‌লে মওকা নিড়াল-পুরে সুধিও প্রভুর পাশ,
কার লহুতে রাঙা বটে মানব-ইতিহাস?
কাঁটার সম কাঁটছি আমি প্রভুর পরাণে,
'আল্লাহ্‌ তিনি,' 'আল্লাহ্‌ তিনি' বল্‌ছো শুধু শানে!*

---

* "বল, হে আমার বান্দাগণ, যারা অন্যায় করেছ নিজেদের উপর বদ্‌কাম করে, আল্লাহ্‌র রহমতে নিরাশ হয়ো না, কেননা আল্লাহ্‌ তালা নিশ্চয়ই মাফ করবেন সকল গোনাহ্‌"—কোরান শরীফের ৮৫ঃ ৩৯ আয়াতের বাণী হতেই মূলের "তাকনাতু" (নিরাশ হও) এবং "লা তক্‌নাতু" (নিরাশ হয়োনা) শব্দ দুটী নেওয়া হয়েছে। শয়তানের মতে আশা হে, নিরাশাই তাহার কাম্য ও প্রাপ্য।
* হজরত খিজির, যিনি স্থলের এবং হজরত ইলিয়াস যিনি সাগর বুকের অদৃশ্য পথ-প্রদর্শক। শয়তান বলছে যে তুফানের তিলিস্‌মাৎ তাহারি বাহাদুরী। হজরত খিজির-ইলিয়াসও তখন কিছু করিতে পারেন না।

২৬। অই সে মধুর আওয়াজ যাহে কাঁপে পাষাণ প্রাণ

(আজান)

রাত্রি শেষে প্রভাত-তারা বল্‌লে তারাগণে—
"দেখ্‌ছো কেহ মানুষগণে রাত্রি-জাগরণে ?"
বল্‌লে শশি—"ভাগ্য-বিধি জানেন সকল ভেদ,
রাতের বুকে ঘুমের সাজা তাইতো শয়তানগণে।"
বল্‌লে জোহরা—"নাই কি মোদের অন্য আলোচনা,
অস্তা কীবা মোদের বল রাত-কানা-কীট সনে ?"
বল্‌লে হেসে পূর্ণিমা-চাঁদ—"মানুষ মাটীর তারা,
আঁধার রাতে তোদের চমক, দীপ্তি তাহার দিনে।
রাত-সাধনার স্বাদ্‌-সোয়াদে ওয়াকিফ্‌ যদি হয়,
শুক্‌-তারাকে হার মানাবে প্রদীপ্তি-প্রশ্বানে।
বক্ষে তাহার আজল-জ্যোতি, ঢাকবে চমক যার
অচল-সচল সকল তারা অসীম আস্‌মানে।"

এম্‌নি সময় আকাশ-বুকে রণ্‌লো আজান-তান,
অই সে মধুর আওয়াজ যাহে কাঁপে পাষাণ প্রাণ!

২৭। আর্শীবাজীর চাইতে বড় ইন্‌ছানী আরমান

(মহব্বৎ)

প্রেম-সাধনায় জাতের বালাই নাই
প্রেমের শহীদ কাফের কিম্বা মর্দ্দে-মোমেনভাই॥
প্রেম-সাধনায় খাছ তরীকা নাই,
প্রেমের সাধক তুর্কী কিম্বা আরব-ইমেন তাই॥
আয়াজ তরে গজনভীর আশ্‌নাই,[১]
সাচ্চা প্রেমের দীপ্তি তাহে নাই!
নাইকো যদি প্রেমের পরশ-মণি
শিক্ষা কিম্বা দর্শনেতে আর্শীর রোশ্‌নাই!॥

প্রেমিক প্রাণে নয়কো বিরাজ বাদশাহী আরমান,
প্রেমিক তরে নয়কো শঙ্কা বাদ্‌শাহীর শান!
প্রেমিক শুধু পাইতে চাহে আজাদীর মান,
চায়না প্রেমিক পাইতে কভু অন্য অবদান!
সেকান্দরী শানের চেয়ে মোর ফকীরীর মান,
আর্শীবাজীর[২] চাইতে বড় ইন্‌ছানী আরমান!

---

১ গজনভী অর্থাৎ গজনীর বাদশাহ্‌ সোল্‌তান মাহ্‌মুদ; আয়াজ সোল্‌তান মাহ্‌মুদের চাকর। দাসের প্রতি প্রভুর ভালবাসা বা করুণা সত্যিকার প্রেমের অভিব্যক্তি নহে।

২ সেকান্দর বা আলেক্‌জান্দার আলেক্‌জান্দারিয়াতে এমন আর্শীর ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে দুনিয়ার দৃশ্য দেখা যেত বলে প্রবাদ।

২৮। দারিদ্র্যে দারাজ-দিলী, বে'চোনা আত্মায়

(যাবেদের নামে)*

প্রেমের বিশ্বে তৈরী কর আপন আশিয়ান,
সৃষ্টি কর কালের বুকে নতুন দিনের শান!
আল্লাহ্ যদি দেন্ তোমারে খাছ্ দিশারীর দিল্,
করবে আলাপ কলির সনে খামুশ বে-জবান!
কাঁচ-বেপারী প্রতীচ-পাশে পাত্‌বেনাকো হাত,
দেশের মাটীর পান-পিয়ালায় করবে আপন পান!
আঙুর-বাগে মোর বীথিতে গজল আমার ফল,
তৈরী কর তাহায় তোমার লালার লালী পান!
আমীরী নয়, ফকীরী যে আমার তরীকায়!
দারিদ্র্যে দারাজ-দিলী, বে'চোনা আত্মায়!

তরুণ পুত্র যাবিদকে উপদেশ দিয়ে কবি যা লিখেছেন, তাতে তরুণদের মনের খোরাক রয়েছে প্রচুর।

২৯। কিন্তু শেষে সঙীরে আর চিন্‌তে যে গো নারি

(দর্শন ও মযহাব)

অই যে রবি, উচ্চ বিমান, কে বুঝাবে কী?
সন্ধ্যা পরে সকাল কেন বুঝ্‌তে নারি হায়!
বাস কি আমার আপন বাসে, কিম্বা পর-বাসে?
শহর-মরুর দৃশ্য দেখে পরাণ যে ঘাব্‌ড়ায়!
এই জীবনের নিগূঢ় বাণী মাথায় নাহি আসে।
আস্‌নু কোথা হ'তে ভেবে বু-আলী ব্যাকুল!
আন্‌বো তাঁরে কোথা হ'তে দেখ্‌তে যিনি পায়?
ভাব্‌ছে রুমী কোন্‌ পথেতে আমার রাস্তা হায়!
"যাচ্ছি আমি সবার সাথে যেথায় যেটুক্‌ পারি,
কিন্তু শেষে সঙীরে আর চিন্‌তে যে গো নারি!"*

---

* এই দুটী লাইন মীর্জা গালেবের।
এই ছোট্ট কবিতাটীতে কবি দার্শনিক ও মযহাবীদের জন্য যে কয়টী প্রশ্ন করেছেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
বু-আলী—আবু আলী সিনা, মশ্‌হুর দার্শনিক।
রুমী—সাধক-কবি জালালুদ্দীন রুমী।

৩০। সত্য-প্রেমিক প্রাণের ভাগ্যে আখেরে কোর্‌বানী

(ইউরোপের এক পত্র)

সওয়াল

পঞ্চ-ভূতের দাস যে মোরা, সাগর-তীরে আশ,
সাগর-বুকের তুফান রুমী রহস্যেতে পুর!
প্রাণ-বিলাসী শৌকীন দলে তুমিও ইক্‌বাল—
অই সে দলে রুমী যাহার সালার সুদূর!
জানতে চাহি রুমীর বাণী হাল জমানার তরে,
রুমী যিনি প্রেম-জগতের প্রজ্জ্বলিত নূর!

জওয়াব

বলছে রুমী—"রাষভ-সম খাইবে ভূষি-দানা,
কিম্বা খাবে হরিণ-সম খতন্‌-আর্গুয়ানা?
ভূষি-দানার পশুর ভাগ্যে আখেরে কোর্‌বানী,
সত্য-প্রেমিক প্রাণের ভাগ্যে আখেরে কোর্‌আনী!"

রুমী—সাধক-কবি মওলানা জালালুদ্দীন রুমী।
খতণ—মধ্য-এশিয়ার এক পাহাড়। আর্গুয়ানা—খতণ পাহাড়ের তৃণ—কস্তুরী মৃগের প্রিয় খাদ্য। জড়বাদী সভ্যতার পায়বন্দ্‌ বা বিভ্রান্তগণের জন্য রুমীর কথায় ইক্‌বালের জওয়াবটী বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য।

৩১। হোক তব কীর্তি-গাঁথা আকাশের গুম্বজ-সমান

(নেপোলীয়নের সমাধি-পাশে)

নিগূঢ় রহস্য এক ধূমধামী বিশ্বের তকদীর্,
কীর্তিমান করাঘাতে উন্মোচিত রহস্য -মন্দির!
কীর্তি-তরে উত্তোলিত সেকান্দরী অসি বিজয়ের
অশ্রু-সম বিগলিত হলো যাহে আলুবন্দী শির!
কীর্তি-তরে সমুত্থিত তৈমূরের তীব্র অভিযান,
ভাসিল প্রবাহে যার ভ্রূকুটী বা নয়নের নীর!
খোদায়ী জেহাদে তবে খোদা-প্রেমী বীরের হুংকার,
কীর্তি লাভে বনে যায় খোদায়ীর মহান তক্‌বীর!
হায়! তবে কীর্তিমান দু-শ্বাসের নওশা দুনিয়ার,
প্রতিদানে প্রান্তনেতে প্রলম্বিত রাত্রি সমাধির!

"আখেরী মন্‌জিল যদি সমাধির প্রশান্ত শয়ান,
হোক্ তব কীর্তি-গাথা আকাশের গুম্বুজ সমান!"

নেপোলীয়ান ফ্রান্সের ঐতিহাসিক বীর। কবিতার কথাগুলি যেন নেপোলীয়ানেরই মুখের বাণী।

সেকান্দর—গ্রীক-বীর আলেকজান্দার। যিনি পারশ্য ও অন্যান্য বহু দেশ জয় করেছিলেন।

তৈমূর—মধ্য এশিয়ার বিজয়ী বীর, ভারত-বিজয়ী বাবুরের পূর্ব-পুরুষ।

তক বীর—আল্লাহু আকবর ঃ আল্লাহ্ মহান। মুসলমানদের জাতীয় হুংকার।

শেষের দুটী লাইন কবি হাফেজের।

৩২। রবির প্রদীপ্তি সম সমুজ্জল নয়ন যাঁহার

(মুসোলিনী)

কী বল ভাবনা আর কর্মের বিলাস?—বিপ্লব পিয়াস!
এই ত বিলাস মাঝে মিল্লাতের তারুণ্য বিকাশ!
চিন্তা আর কর্ম-রাগে জিন্দেগীর মোজেজা বিরাজ,
চিন্তা আর কর্ম-রাগে পাষাণের মাণিক্য তিয়াস!
বৃহত্তর রোম ওগো! প্রাণ তব আজি গরজনে,
এ কী সত্য দৃষ্টি-শান, কিম্বা খোদা! স্বপ্নের বিলাস!
প্রাচীনের চোখে রাজে জিন্দেগীর প্রদীপ্ত প্রোজ্জল,
তরুণের বক্ষে নব আকুতি ও আশার উচ্ছাস!
প্রেমের উত্তাপ আর বাসনায় বিলসিত দেশ,
বসন্ত-বিতান-বুকে কলিদের বিলোল বিকাশ!
হে রোম! আকাশ তব পরিপূর্ণ প্রাণের গুঞ্জনে,
তোমার প্রকৃতি-বীণে সুপ্ত ছিল নিক্কণ-তিয়াস!

কাহার দৃষ্টির দান, কেরামতী কহ এই কার?
রবির প্রদীপ্তি সম সমুজ্জল নয়ন যাঁহার!

১৯৩১ সালের শেষা-শেষি লণ্ডন গোল্‌টেবল কন্‌ফারেন্স হ'তে ফিরবার পথে, মুসোলিনীর আমন্ত্রণে আল্লামা ইক্‌বাল রোমে যান। মুসোলিনী (১৮৮৩-১৯৪৫) তখন ইতালীর সর্ব্বেসর্বা। কবিতাটী তখনকার ইতালীর প্রতীক।

৩৩। ফলুক ফসল যাহে শাশ্বত ভোজন

(পাঞ্জাবের কৃষকগণের উদ্দেশ্যে)

বল মোরে কীবা তব জীবনের আশ,
হাজারো বরষ ধরি করিছত চাষ!
নিভে গেছে এ মাটীতে আগুন তোমার,
প্রভাতী আজান অই, জাগ এইবার!
মাটীর মানুষ মোরা, মাটীতে বরাত,
নাহি তবে মাটী মাঝে আবে-হায়াৎ!
রহেনা কালের বুকে কাহারো স্বাক্ষর,
করেনা পরখ যেবা নিজের উপর!
বিসর্জ্জন কর জাতি-গোত্র-প্রতিমায়!
ভেঙে ফেল পুরাতন রীতি ও কায়দায়!
অই রাজে দৃঢ় ধর্ম, বিজয়-তোড়ন,
হোক্ বিশ্বে তওহীদের দৃশ্য উন্মোচন!

দেহের মাটীতে কর আত্মার রোপণ,
ফলুক ফসল যাহে শাশ্বত ভোজন!

৩৪। টল্‌তে যেন নাহি পারে লাগাও এমন দাগ
(নাদীর শাহ্ আফগান)

সঙে নিয়ে পাক্ হুজুরের রক্ত লালার রাগ,
চল্‌ছিল মেঘ আপন পথে,—দীপ্ত প্রাণের ফাগ!
পড়লো চোখে পথের বাঁকে বেহেশ্‌তের অই বাগ,
আজীব সে দেশ, জাগ্‌লো দিলে বর্ষণ-অনুরাগ!
উঠ্‌লো রণে বেহেশ্‌ত-বাণী প্রাণের বিমান ভরে—
"অই যে বসে হেরাত-কাবুল-গজনী তোমার তরে!
অই সে দেশের সবুজ বাগে চাই যে তোমার দান,
আন্‌তে ব্যাকুল প্রাণ-বিতানে দীপ্ত নূরের শান!
নাদির চোখে অশ্রু-ধারা, চাইছে লালার ফাগ,
টল্‌তে যেন নাহি পারে লাগাও এমন দাগ!"

নাদির শাহর আসল নাম মোহাম্মদ নাদির খাঁ। দেরাদুন ও বিলাতে সামরিক শিক্ষা লাভ করেন। আফ্‌গানিস্তানের ভূতপূর্ব বাদশাহ্ আমানুল্লাহ্‌র সেপাহ্-সালার রূপে ১৯১৯ সালে বৃটিশদের লড়ায়ে বেশ কৃতিত্ব দেখান। পরস্পর মতৈনক্যের দরুণ আমানুল্লাহ্ জেনারেল নাদিরকে ফ্রান্সে পাঠান আফগানিস্তানের রাষ্ট্র-দূত রূপে।

১৯২৯ সালে বাচ্চা সাক্কাও আফগানিস্তানের সিংহাসন দখল করে। আমানুল্লাহ্‌কে ছাড়তে হয় আফগানিস্তান। জেনারেল নাদির দেশে প্রত্যাবর্তণ করে বাচ্চা সাক্কাওকে পরাজিত করেন এবং নাদির শাহ্ রূপে আফগানিস্তানের বাদশাহ্ হন।

আফগানিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য নাদির শাহ্‌র আহবানে মরহুম ইক্‌বাল, স্যার সৈয়দ রস মসুদ ও সৈয়দ সোলেমান নদভী সাহেবান আফগানিস্তান যান ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে। নভেম্বর মাসে নাদির শাহ নিহত হন ঘাতকের গুলিতে এবং তাঁহার পুত্র, আফগানিস্তানের বর্তমান বাদ্‌শাহ মোহাম্মদ জহীর শাহ সিংহাসনে বসেন। 'মুসাফির' কবিতায় ইক্‌বাল নাদির শাহ সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলেছেন।

৩৫। মোগল অশ্বের খুরে সমুত্থিত অই বালুকায়

(খোশাল খাঁর অছিয়ৎ)

মিল্লাতের একতায় মিলে যাক কাবায়েলী প্রাণ,
হোক্ শুভ্র সমুজ্জ্বল পাঠানের জাতীয় সম্মান!
মোর চোখে প্রিয়তম জান্ বাজ অই নওজোয়ান,
আকাশের তারা যার বন্দুকের গুলির নিশান!
আশার-আলোক-রাঙা কুহিস্তানী তরুণ পরাণ,
মোগলের চেয়ে নহে কোন রূপে কম-দীপ্তিমান!
ওগো মোর দেশ-বাসী! বলে যাই দিলের আরমান—
মরণের বাদ মোরে হেন স্থানে করিও দাফান,
উড়াবেনা পাশে যার ধূলি-কণা পাহাড়ী হাওয়ায়,
মোগল-অশ্বের খুরে সমুত্থিত অই বালুকায়!

খোশাল খাঁ খটক পুশ্তু ভাষার শ্রেষ্টতম সৈনিক-কবি। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রায় একশ কবিতার ইংরেজী অনুবাদ লণ্ডনে প্রকাশিত হয়েছিল।

কুহিস্তান বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মোগল শাসনের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে খোশাল খাঁ আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন। সম্রাট আওরংজেব তাঁহাকে কয়েদ করেছিলেন দিল্লীতে।

সরহাদী পাঠানগণের বিভিন্ন কবীলাকে তিনি সংঘবদ্ধ করার কোশেশ করেছিলেন। কিন্তু কামিয়াব হ'তে পারেননি। অনুদিত কবিতাটীতে খোশাল খাঁর স্বদেশ প্রেম ও মিল্লাতী আরমান পরিস্ফুট।

৩৬। আসুক পুনঃ ইন্‌কেলাব আজ এই ধরণীর 'পর

(তাতারীর স্বপ্ন)

কেউবা ডাকু জায়-নামাজে, কেউবা পাগড়ী পড়ে,
শরাব -ছোড়া তেরছা হানে আজ্‌কে ধরম 'পরে!
ছিন্ন-ভিন্ন আজ্‌কে ধরম-জাতির পীরাহান,
দেশের আবায়, রাষ্ট্র-কাবায় হাজার তালির শান!
বজায় বটে ঈমান আমার, শঙ্কা তবু মনে,
ঢাক্‌বে বুঝি ঈমান-শিখা ধূলার আবর্জ্জনে!
ঝঞ্ঝাবাতের দোদুল দোলে কাঁপছে থরথর,
সমরকন্দ—বুখারার অই পাহাড় ও প্রান্তর!

ধূলার 'পরে পাষাণ-মীনার দেখ্‌ছি অনিমিখ,
আস্‌ছে ঘিরে আপদ-বালাই আজ্‌কে চারিদিক!

আচম্বিতে উঠলো কেঁপে সমরকন্দের মাটী,
তৈমূরের অই কবর হ'তে উঠলো ঝলক ফাটি!
জ্যোতির শিখা ঊষার সম শুভ্র সমুজ্জ্বল,
রণলো বাণী—"আত্মা আমি তৈমূরী প্রোজ্জ্বল!
শৃঙ্খলিত আজ্‌কে যদি তাতারী বীরগণ,
শৃঙ্খলিত নয়কো তবে আজলী প্রাক্তণ!
এই কি বটে জিন্দেগানীর সাচ্চা নিয়ন্ত্রণ,
ত্রাণ হ'তে ত্রাণীদের হ'বে নির্ব্বাসন?

আসুক রণে ঈমান তেজে প্রদীপ্ত অন্তর!
আসুক পুনঃ ইন্‌কেলাব আজ এই ধরণীর 'পর!

৩৭। শকুনী-শাহীন তরে আলাহিদা মন্‌জিল ও মাকান

(হাল ও মাকাম)

জিন্দা যদি দিল্‌ তব, আঁখি যদি তব দৃষ্টিমান,
ছেয়ে যাবে স্তরে স্তরে নিত্য নব দৃষ্টি অবদান।
স্থান-কাল-অবস্থায় সীমায়িত সবার মন্‌জিল,
প্রতি ক্ষণে সালেকের নব নব ক্ষণ ও মাকান।
শব্দে-অর্থে নাহি ভেদ, নহে তবু সত্যি ভাবে এক
মোল্লার আজান আর মুজাহিদ-বীরের আজান!
একই আকাশ-বুকে ডানা মেলি দোঁহার বিহার,
শকুনী-শাহীন তরে আলাহিদা মন্‌জিল ও মাকান!

মন্‌জিল—গন্তব্য স্থান;
সালেক—সাধন-পথের অভিযাত্রী।
মাকান—স্থান। বিতান।

৩৮। কম-জোড়ের তরে বটে মরণ সঙ্গীন

(আবু আলা মাররী)*

আবু আলী মাররী খেতনাকো গোশ্‌ত,
বাঁচাতো জীবন খেয়ে ফল-মূল চোশ্‌ত!
করিতে মাহেরে মাত, কলীজা-কাবাব
পাঠালো একদা তাঁয় কোন এক দোস্‌ত!

কলীজা ভুনায় দেখি কহে মাররী হায়!
লিখিলাম 'মাফ-কাব্য', কবিতা নিন্দায়,
মানুষের কল্যাণেতে। ওগো কম্‌-জোড়!
কোন্‌ দোষে তব প্রাণ হেন হাম্‌লায়!

হায়! শত আফ্‌সোস্‌, হলেনা শাহীন,
হেরিলেনা প্রকৃতির ইশারা রঙীন!
আজল হইতে ভাগ্য-বিধাতা বিধান ঃ
'কম-জোড়ের তরে বটে মরণ সঙ্গীন!"

---

* আবু আলা মাররী (৯৭৩—১০৫৭) আরবী সাহিত্যের বিখ্যাত কবি। তিনি 'গোফরান' (মাফ কাব্য) 'লজ্‌মাৎ (নিন্দা কাব্য) প্রভৃতি লিখেছিলেন। লজ্‌মাতের পুরো নাম "লজ্‌ম মা লাম ইয়াল্‌জিম।"

৩৯। এই যে বটে ছাই-মাটীতে পাক

(সিনেমা)

চল্‌ছে আজো বুৎ-ফরুশী, পুতুল-পূজার কাম,
সিনেমা কি শিল্প, কিম্বা আজর*-গিরীর নাম?
সাবেক দিনের পুতুল-গিরী ছিল কাফের-গিরী,
সিনেমাও শিল্প নহে, নিছক যাদু-গিরী!
সাবেক দিনের পুতুল-গিরী চলতো ধর্মের কামে,
হাল্ জমানার যাদুগিরী চল্‌ছে পেশার নামে!
অই ছিল যে মাটী দুনিয়ার,
এই যে দোজখ-খাক্!
অই ছিল যে মন্দির মাটীর
এই যে বটে ছাই-মাটীতে পাক!

*আজর—হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর পিতা, যাহার পেশা ছিল প্রতিমা তৈরী করা।

৪০। সরকারী নক্‌রীর নেশা আজি তাহে হায়! টল্‌মল্‌।
(পান্‌জাবের পীরজাদাগণের প্রতি)

জিয়ারৎ আশে, গিয়াছিনু মুজাহিদ সমাধির পাশে!
শেখ শানদার, প্রদীপ্ত প্রদীপ মৃত্তিকার!
আলোকে তাঁহার, আলোকিত আঁধি দুনিয়ার!
মৃন্ময় মহান, রহস্যের বিলোল বিতান!
প্রতি কণা তাঁর, তারকারো চেয়ে শান্‌দার!
পাশে জাহাঙীর, অবনত করেনিক শির!
নিশ্বাসে তাঁহার, জন্ম হলো আজাদ্‌ আহ্‌রার!
আল্লা জাল্লা শান, সময়েতে করে সাবধান!

জানানু আরমান—"দরবেশীর হোক অবদান!
প্রদীপ্ত নয়ন, চিত্ত তবে আজো অচেতন!"
রণিল আওয়াজ—"দরবেশীর দিন নাহি আজ!
দৃষ্টিমান জন, পাঞ্জাবেতে বিরাগ বদন!
নহে এই স্থান, দরবেশীর লায়েক বিতান!
ফকীরের কোলা, আজি হায়! দস্তারীর দোলা!"
পীরের পাগড়ীতে ছিল সত্য-জ্যোতি আগে ঝল্‌মল্‌!
সরকারী নক্‌রীর নেশা আজি তাহে হায়! টলমল্‌।

---

* মুজাহিদ—যুগ-প্রবর্তক। এখানে হজরত শেখ আহ্‌মদ সিরহিন্দী (১৫৬৪—১৬২৫), যিনি 'মুজাহিদে আল্‌ফে ছানী' বলে মশ্‌হুর। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর 'দীনে-ইলাহী' প্রবর্তণ করেন। ভারতের বুকে ইস্‌লামের সম্মুখে আসে গুরুতর সমস্যা। শেখ সাহেব ও তাঁহার অনুসারী 'আহরার' (খোদা-প্রেমী বীর) গণের প্রচেষ্টায় ইস্‌লামের বিপদ কেটে যায়।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে শেখ সাহেব কুর্ণীশ করতে অস্বীকার করেন। গোয়ালিয়র দুর্গে তাঁহাকে নজরবন্দ করা হয়। জাহাঙ্গীর নিজের ভুল বুঝে শেখ সাহেবকে খালাস দেন এবং তাঁহার মুতাকেদ হন। কাশ্‌মীর যাবার পথে সম্রাট জাহাঙ্গীর শেখ সাহেবের বাড়ীতেও যান। পশ্চিম পান্‌জাবের সিরহিন্দে শেখ সাহেবের জন্ম ও মাজার। কোলা—পীরের পাগড়ী।

দাস্তারীর দোলা—অন্য পাগড়ীর উপরিভাগঃ Tassel of the Turban

৪১। জাতীর তরে কোরবানী যে মীরাছ মোদের 'পরে।

(ফকীরী)

এক ফকীরী শিখায় সবে শিকার-ফিকীরী!
এক ফকীরীর স্পর্শে খুলে রহস্যের অই পুরী!
এক ফকীরী শিখায় জাতে মিস কীনী-দিলগীরী!
এক ফকীরী মাটীর তরে পরশ-পাথরী!
এক ফকীরী হোসেন সম কোরবানী-আরমান,
এই ফকীরীর মধ্যে রাজে শাহান-শাহী শান!
হোসেনের অই কোরবানী যে মিল্লাতেরি তরে,
জাতীর তরে কোরবানী যে মীরাছ মোদের 'পরে!

* হোসেন—হজরত হোসেন (রা), হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মোস্তফার দৌহিত্র হজরত আলী (রা) ও বিবি ফাতেমার (রাঃ) নয়ন-মণি—মোহররম ও কারবালার শাহান-শাহ্ এবং আত্ম-ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

৪২। বিরহের অই সোনালী চেতন।

(জুদায়ী)

বুন্‌ছে রবি সোনালী সুতায়
বিশ্ব তরে দীপ্ত আবরণ,
বিশ্ব-বুকে বস্তু বাক্য-হীন
সবায় যেন স্রষ্টার সদন!
সিন্ধু-পাহাড়-চাঁদ-তারকাগণ
জান্‌বে কেন বিরহ বেদন,—
মিলন তরে ব্যাকুল বীক্ষণ?
বিরহের অই করুণ ক্রন্দন,
প্রেমিক প্রাণের সোনালী স্বপন
মাটীর তৈরী মানুষ তরে শুধু
বিরহের অই সোনালী চেতন!

৪৩। বেহেশ্‌ত বাগে তাইতো এবে আমার গোজরান।

(ইবলিসের আরজদাশ্‌ত)

খোদার তরে আরজ-দাশ্‌ত ভেজলো যে শয়তান ঃ
"তোমার খাকী আদম মাঝে অগ্নি-শিখার শান!
নাদুস্‌-নুদুস্‌ তনে, কিন্তু বেজায় ক্ষীণ-প্রাণ!
ফিট্‌-ফাটেতে ফুল-বাবু আর চালাক চতুর জান!
দিল্‌টা তবে বেজায় নাজুক, দেমাগে প্রজ্ঞান!
আজীব তবে ভাবের ধারা পুরব-পশ্চিমে;
বিভিন্‌ ধারায় চল্‌ছে তাদের ভাব-বিলাসের শান।
মাশ্‌রেকের অই শরীয়তে নাপাক যারে বলে,
মাগ্‌রেবীদের ফতোয়াতে দিব্যি চলমান!
হয়তো তোমার মালুম নাহি, তোমার বাগের হুর,
কাঁদছে বসি বাগান বুঝি বনবে বিয়াবান!
পাতাল-পুরে চল্‌ছে আজি স্বায়ত্ব-শাসন,
রাজনীতির অই সিংহাসনে আমার শাগ্‌রেদান!
আকাশ-তলে নাইকো আজি আমার কোন কাজ,
বেহেশ্‌ত-বাগে তাইতো এবে আমার গোজ্‌রান!"

ইব্‌লিস—শয়তান; আজাজীল্‌।
আরজ-দাশ্‌ত—হাত-চিঠা; note for information,

৪৪। রইবেনা কো ধনের মায়া, নিঃস্বতায় নাই ভয়।

(লহর্)

তনের মাঝে তপ্ত লহর্, নাইকো লোভের ভয়,
তনের মাঝে শোনিত-ধারে শয়তানী হয় লয়!
মিল্‌বে যাহার জীবন মাঝে এই অমূল্য ধন,
রইবেনাকো ধনের মায়া, নিঃস্বতায় নাই ভয়!

৪৫। মাটীর মায়াতে মুক্ত নহে যদি প্রাণ।

(পরওয়াজ)

একদা কহিল শাখী বন্য পাখী তরে;
"শোক-তাপ-দুঃখে হানা বিশ্ব-বুনিয়াদ;
খোদা যদি দিত মোরে পাখা উড়িবার,
কী সুন্দর হতো এই আয়াশী আবাদ!

শুনালো শাখীরে পাখী সুন্দর জওয়াব ঃ
"দানেরে অ-দান ভাব এমনি নাদান!
না-হক্ উড়ার মোহ, কল্পনা-বিলাস,
মাটীর মায়াতে মুক্ত নহে যদি প্রাণ!"

৪৬। নূরানী খানায় যদি পূরিবে প্রাঙ্গন।

(শিক্ষকগণের প্রতি)

আসলে শিক্ষকগণ রাজ-ওস্তাগার,
মানুষের মন নিয়ে তাঁদের কারবার!
বলেছে তাঁদের তরে কী সুন্দর বাণী
দৃষ্টিমান দার্শনিক শায়ের কাআনী ঃ
"তুলোনা প্রাচীর রুধি রবির কিরণ,
নূরানী খানায় যদি পূরিবে প্রাঙন!"

৪৭। জিন্দা-প্রাণী-লহু-স্বাদ নাহি তবে শকুনীর জানা।

(দর্শন)

ডানায় বিশাল, তবে ভাল-মন্দ সাহসে-মাফিশ
দার্শনিক-ভাগ্যে হায়! নাহি প্রেম-রহস্যের শান!
উড়েত শাহীন সম আকাশেতে প্রসারিয়া ডানা,
জিন্দা-প্রাণী-লহ-স্বাদ নাহি তবে শকুনীর জানা!

কাআনী—ইরানের প্রখ্যাত কবি ও দার্শনিক।

৪৮। তাইতো শাহীন বানায়নাকো আপন আশিয়ান।

(শাহীন)

নাইকো আমার পরোয়া কোন মাটীর বিতান তরে
পানীর ফোঁটা, শস্য-দানা রিজিক যাহার 'পরে!
বিরান বনের নিড়াল তরে আমার প্রাণের টান,
আজল থেকে আমার প্রাণে দরবেশী আরমান!
চাইনা মলয়, বাসন্তিকা, বীথিকা, বুলবুল,
নয়কো পরাণ প্রেমের তানে বিহ্বল-ব্যাকুল!
প্রমোদ-বীথির বিহার থেকে থাকি আমি দূর,
কেননা তার কায়দা-কানুন সম্মোহনে পুর!
বিজন-বাটের নিড়াল বাঁয়ে মর্দে মোমেন-অসি
আক্রমণের প্রচণ্ডতায় যায় যে বেশী বসি!
কীট-পতঙ্গ-পায়রা খেতে নাইকো প্রাণে সাধ,
সাধক-প্রাণের সাধ-সাধনায় আমার যে শাদ্ বাদ!
আকাশ-বুকে ঝট-পটানো ঝুপ-ঝাপী অই হানা,
জীগর-লহু গরমারে বলিষ্ঠ বাহানা!
পূর্ব-পশ্চিম প্রান্ত-পাণে চকোর-প্রাণের টান,
আস্মানের অই অসীম নীলে আমার আরমান!

পরীন্দাদের জগত-মাঝে দরবেশী মোর শান,
তাইতো শাহীন বানায়নাকো আপন আশিয়ান!

৪৯। কাকেরা বসিয়া হায়! ঈগলাশিয়ানে।

(বাগী মুরীদ)

জ্বলেনা মোদের ঘরে মাটীর প্রদীপ,
বিদ্যুতের ঝাড়-বাতি পীরের কাশানে!
শহরী-দেহাতী সব মুসলমান বোকা,
প্রতিমার মত পুজে কাবার ব্রাহ্মণে!
কাবা-পুরুহিতে সুদ, নহে নজরানা,
অই বসি মহাজন পাগড়ী পরিধানে!
ইরশাদী মসনদ বটে খান্দানী মীরাছ,
কাকেরা বসিয়া হায়! ঈগলাশিয়ানে!

৫০। পুশিদা মরণ নহে মুস্‌লিম নয়নে।

(আমিত্ব বিশারদের প্রতি)

কহিল মরণ-কালে তনয়ে হারুণ*ঃ
তোমাকেও যেতে হবে এই পথ ধরে!
পুশিদা মরণ-দূত কাফেরের চোখে,
পুশিদা মরণ নহে মুস্‌লিম নজরে!

হারুণ—খলীফা হারুনুর-রশীদ।
কাফের—আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে অবিশ্বাসী।

৫১। **কলীমী আসায় যদি নাহি কর বক্ষে প্রহরণ।**

(আমিত্ব বিশারদের প্রতি)

থাকিলে সাহস, আগে চল ছাড়ি দুনিয়া ভাবের,
আমিত্ব-সাঁয়র-বুকে রাজে আরো দ্বীপ অগণন!
বলেনা রহস্য এই অতি-শান্ত লোহিত সাগর
কলীমী-আসায় যদি নাহি কর বক্ষে প্রহরণ!*

৫২। **দেখ কার ঝুলি মাঝে পড়ে ইউরোপ।**

(ইউরোপ)

যুগ-যুগ তাকে বসি ইহুদী সুদ্-খোর,
যাহার 'শিয়ালী' পাশে চিতা কম্-জোড়!
পড়িবে আপন হ'তে পাকা ফল সম,
দেখ কার ঝুলি মাঝে পড়ে ইউরোপ!
(—নীটশে হ'তে)

---

* আমিত্ব-বিশারদ ঃ হয়তো কবি স্বয়ং কিম্বা অন্য কোনও-খুদী-তত্ত্বের সন্ধানী

* কোরান শরীফের সুরা 'শোয়ারার' ইরশাদ ঃ
"অতঃপর মুসা তরে ভেজিলাম ওহী ঃ
'মারহ সাগর বুকে আসায় তোমার।'
ফাটিল সাগর; প্রতি সলিল কণিকা
বনিল বিশাল তুর সমুচ্চ পাহাড়"
হজরত মুসা (আঃ) তুর পাহাড়েই 'কলীমী বা আলাপের সৌভাগ্য হাছেল করেছিলেন।

নীট্শের এই মতবাদই হিটলারকে উদ্বুদ্ধ করেছিল জার্মানী হতে ইহুদী-গণকে তাড়াবার জন্য। নীট্শে জার্মানীর জাঁদরেল দার্শনিক।

৫৩। অসংযত বাক-বিলাস ইব্‌লিসী বিকার।

(ভাবের আজাদী)

উড়িতে পালক নাহি, উড়ে যদি সে পাখীর ছানা
পড়িবে নিশ্চয় নীচে, বেচারার নাহিক নিস্তার!
প্রত্যেক পরাণ নহে জিব্রাইল আমীনের বাসা,
প্রত্যেক ভাবেতে নহে বেহেশ্‌তের বিহগ শিকার!
ভাবের বিলাস বটে ভয়াবহ সে জাতির তরে
জন-গণ-মনে যদি নাহি বিধি-নিষেধ-বিচার!
খোদাদাদী ভাব-নূরে রাঙে বটে জমানার জান,
অসংযত বাক্‌-বিলাস ইব্‌লিসী বিকার!